পাক্ষিক
আহমদী

দশম বর্ষ — তৃতীয় সংখ্যা

১৫ই 'তবলীগ'—১৩১৯ হিঃ, শঃ] —— [১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ ইং

بسم الله الرحمن الرحيم—نحمده و نصلی علی رسوله الكريم

দোয়া

[হজরত রসুল করিমের (সাঃ) হাদিস হইতে]

কোন আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু হইলে

انا لله وانا اليه راجعون - اللهم اجرني مصيبتي واخلف لی خيرا * اللهم اغفر (نام) وارفع درجته في المهريين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين - وافسح له في قبره ونور له فيه *

অনুবাদ—"আমরা আল্লাহ্‌রই জন্য (অর্থাৎ তাঁহার 'এবাদত', উপাসনার জন্যই আমাদের সৃষ্টি) এবং তাঁহারই নিকট আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করিব। হে আল্লাহ্‌! তুমি আমাকে আমার এই বিপদ সুফল-প্রশু কর এবং আমাকে উত্তম প্রতিনিধি প্রদান কর। হে আল্লাহ্‌! (মৃত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতঃ) তাঁহাকে মার্জ্জনা কর ও আশ্রয় প্রদান কর এবং 'হেদায়ত'-প্রাপ্ত (অর্থাৎ সৎ-পথে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহকারী) ব্যক্তিগণের মধ্যে তাঁহার মর্য্যাদা উচ্চ কর এবং তাঁহার পর তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারে তুমি তাঁহার প্রতিনিধি হও। হে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রভো! তুমি ক্ষমা কর আমাদিগকে এবং তাঁহাকে এবং তাঁহার জন্য তাঁহার 'কবর' (মৃত্যুর পর পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত আত্মার থাকিবার স্থান বা অবস্থা) প্রসারিত কর এবং জ্যোতির্ম্ময় কর।"

সমাধি ক্ষেত্রে পড়িবার দোয়া

السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم للاحقون - نسئل الله لنا ولكم العافية يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر *

অনুবাদ—"শান্তি হউক তোমাদের উপর, হে সমাহিত আল্লাহ্‌তে প্রকৃত বিশ্বাসী ও আল্লাহ্‌তে আত্ম-সমর্পণকারী, 'মোমেন' ও 'মোসলেমগণ'! আল্লাহ্‌ চাহিলে আমরাও তোমাদের সঙ্গে আসিয়া সম্মিলিত হইব; আমরা আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের নিজেদের জন্য এবং তোমাদের জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রার্থনা করিতেছি; আল্লাহ্‌ আমাদিগকে এবং তোমাদিগকে ক্ষমা ও আশ্রয় প্রদান করুন; তোমরা পূর্ব্বে গিয়াছ এবং আমরা পিছনে আসিতেছি।"

(হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্‌র (আইঃ) উপদেশ)

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم - بسم اللہ الرحمن الرحیم - نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

خدا کے فضل اور رحم کی ساتھ

ھو الناصر

من انصاری الی اللہ

বন্ধুগণ অবগত আছেন যে ষষ্ঠ বৎসরের প্রতিশ্রুতি লিখিাইবার সময় প্রায় শেষ হইতে চলিল। এবৎসর **'তাহরীকে জদীদের'** দ্বিতীয় অর্দ্ধাংশের প্রথম বৎসর। এইজন্য ইহাতে বিশেষত্ব আছে। বন্ধুগণের উচিত, বর্ত্তমান সময়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করতঃ বিশেষভাবে নূতন প্রতিশ্রুতি দানে এবং বিগত প্রতিশ্রুতি সম্পাদনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। বন্ধুগণের স্মরণ রাখা উচিত যে, ঃ—

(১) আপনারা খেলাফত জুবিলীর উৎসব করিয়া এবং আহ্‌মদীয়া পতাকার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ইস্‌লামের খেদমতের জন্য এক নূতন শপথ করিয়াছেন। ইহা আপনারা বাক্যদ্বারা করিয়াছেন—আপাদের কার্য্যকলাপ ইহার অনুযায়ী বরং ইহার চেয়ে অধিকতর হওয়া উচিত হইবে।

(২) দুনিয়া এখন এক ভীষণ যুদ্ধে ব্যপৃত। ইহার কারণ পার্থিব বিষয় মাত্র। তাহাদের কোরবানী প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রত্যেক প্রকৃত মোমেনকে আত্মমর্য্যাদাশীল হওয়া চাই এবং তাঁহাকে তাহাদের হইতে অধিকতর কোরবানীর দৃষ্টান্ত দেখান উচিত হইবে।

(৩) মোমেন কখনো পশ্চাৎপদ হয় না, বরং সদা অগ্রসর হইতে থাকে। যাহারা "তাহ্‌রীকে জদীদের" কোরবানীর অংশ গ্রহণ করিয়াছেন—এমন প্রত্যেকের নিকট হইতেই তাহার ইমান এই দাবী করে যেন তিনি পূর্ব্ব হইতে অধিকতর প্রতিশ্রুতি দেন এবং উত্তমতরভাবে তাহা আদায় করেন, যাহারা পূর্ব্বে প্রতিশ্রুতি দেন নাই বা তাহা আদায় করেন নাই—এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাধ্য করে যেন তিনি এখন প্রতিশ্রুতি দেন বা পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি শিঘ্র শিঘ্র আদায় করিয়া দেন।

(৪) বন্ধুগণের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে তাহারা এই "তাহ্‌রীকে" অংশ গ্রহণ করিয়া ইস্‌লাম প্রচারের জন্য এক স্থায়ী ভিত্তি স্থাপন করিতেছেন। যে ব্যক্তি খোদার গৃহ প্রস্তুত করে, আল্লাহ্‌ তা'লা তাহার জন্য ইহ পরকালের গৃহ তৈয়ার করিয়া দেন।

(৫) আমাদের সন্তান-সন্ততি,—খোদাতা'লা তাহাদিগকে নেক করুন,—আমাদের জন্য অপবাদের কারণ হইতে পারে, কিন্তু আমাদের এই কোরবানীর স্মৃতি সকল সময়েই পূণ্য ও সম্মানের কারণ হইবে এবং ইহা অসম্ভব নহে যে এই স্মৃতির কারণেই আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদের সন্তান-সন্ততিগণকেও নেক করিয়া রাখেন।

(৬) সুতরাং হে বন্ধুগণ মৃত্যুর পূর্ব্বে এবং সময় অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বে এই "তাহ্‌রীকে" অংশ গ্রহণ করিয়া ফেলুন, কারণ এই উম্মতের জন্য এইরূপ সময় আর আসিবে না।

(৭) আজকার দিনে খোদাতালার রহ্‌মতের দ্বার খুলিয়াছে। খোদা জানেন ভবিষ্যতে কি অবস্থা ঘটিবে। সুতরাং সাহস অবলম্বন কর এবং সাধ্যাতীতরূপে এই মহামহিমান্বিত "তাহ্‌রীকে" অংশ গ্রহণ করিয়া অনন্ত আশীষ গ্রহণ কর।

(৮) অন্যের অপেক্ষা করিও না। যদি আপনাদের কর্ম্ম-কর্ত্তাগণ অলস হয় তবে নিজেরাই প্রতিশ্রুতি লিখিয়া পাঠাইয়া দেন বরং অন্যকেও উৎসাহিত করুন যেন তাহাদের প্রতি আশীষের ভাগী আপনারাও হইতে পারেন।

(৯) "তাহ্‌রীকে" জদীদের কর্ম্মকর্ত্তাদের আপন আপন দায়ীত্বের অনুভূতি থাকা চাই। তাহাদের উচিত যে তাহাদের জীবিত থাকা কালের মধ্যে এই সামান্য সময়টুকু খোদাতা'লার জন্য—'ওয়াক্‌ফ্‌' বা ত্যাগ করেন।

(১০) স্মরণ রাখিবেন যে, প্রতিশ্রুতি লিখাইবার শেষ তারিখ ভারতবর্ষের জন্য ১৫ ই ফেব্রুয়ারী ধার্য্য আছে এবং উক্ত প্রতিশ্রুতি ডাকযোগে প্রেরণ করিবার শেষ তারিখ ১৬ ই ফেব্রুয়ারী।

খাকছার—

৩০ শে জানুয়ারী ১৯৪০ ইং। } (দস্তখত) মির্জা মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ

সুরাহ্ জুমার ভবিষদ্বাণী

আঁ-হজরতের (সাঃ) পুনরাগমন, মসিহ মাহ্‌দীর আবির্ভাব—সাহাবাগণের (রাঃ) নূতন জমাত

[হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) প্রণীত 'তোহ্‌ফায় গলোড়ীয়া' * গ্রন্থ হইতে অনুদিত]

অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মদ আলী আনোয়ার।

(৪)

যে সকল প্রমাণ দ্বারা আমার মসিহ্ মাউদ হওয়া সপ্রমাণিত হয়, তন্মধ্যে সেই সকল ব্যক্তিগত নিদর্শন আছে, যাহা মসিহ্ মাউদ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে একটি মহা নিদর্শন এই যে, মসিহ্ মাউদ **আখেরী জামানায়** আবির্ভূত হওয়া অত্যাবশ্যক। যেমন, এই হাদিসে বলা হইয়াছে ঃ—

يكون فى اخر الزمان عند تظاهر من الفتن وانقطاع من الزمن —

(অর্থাৎ, "শেষ যুগে যখন নানা বিপ্লব উপস্থিত হইবে, তখন প্রতিশ্রুত—মসিহ্ মাউদ আবির্ভূত হইবেন"—অনুবাদক)

বর্ত্তমান যুগই বাস্তবিক আখের জামানা. যন্মধ্যে মসিহ আবির্ভূত হওয়া আবশ্যক—ইহার যথার্থতা নিরূপনার্থ দুই প্রকার যুক্তি আছে। (১) প্রথমতঃ, কোরান করীমের সেই সকল আয়েত ও নবী করীমের (সাঃ) বাণী, যাহা কেয়ামতের নিকটবর্ত্তীতা সম্বন্ধে নির্দ্দেশ করে এবং যাহা পূর্ণ হইয়াছে। যেমন, চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ একই মাসে অর্থাৎ রমজান মাসে সংঘটন—যাহার সম্বন্ধে وجمع الشمس والقمر (অর্থাৎ সূর্য্য ও চন্দ্র যখন একত্রীত হইবে"—('সুরাহ্ কেয়ামাহ্'—অনুবাদক) আয়েতে স্পষ্ট সাক্ষ্য দিতেছে। তারপর, উষ্ট্রের বাহনরূপে ব্যবহার স্থগিত হওয়া, যাহার সম্বন্ধে واذا العشار عطلت ("যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রগুলি নিষ্ক্রীয় হইবে"—'সুরাহ্-তকভীর'—অনুবাদক) আয়েতে সুস্পষ্টরূপ ব্যক্ত হইয়াছে। তারপর, দেশে বহু খাল খনন, যেমন আয়েত واذا البحار فجرت 'যখন নদীসমূহ হইতে জল প্রবাহিত করিয়া দেওয়া হইবে"—ঐ অনুবাদক) দ্বারা প্রকাশ পায়। তারপর, নক্ষত্র সমূহ উপর্য্যুপরি পতিত হওয়া; যেমন. আয়েত واذا الكواكب انتثرت ('যখন নক্ষত্রসমূহ বিক্ষিপ্ত হইবে" —'সুরাহ এনফেতার—অনুবাদক) দ্বারা স্পষ্ট জানা যায়। তারপর, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অনাবৃষ্টি হওয়া, যেমন واذا السماء نفطرت ("যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে"—ঐ অনুবাদক) আয়েত দ্বারা স্পষ্টতঃ জানা যায়।† তারপর, ভীষণ সূর্য্য-গ্রহণের সংঘটন, যাহার ফলে আঁধার বিস্তারিত হইবে। যেমন—اذا الشمس كورت ("যখন সূর্য্য আচ্ছাদিত হইবে।" 'সুরাহ্-'তকভীর'—অনুবাদক) দ্বারা প্রকাশ পায়। তারপর, পাহাড় সমূহের স্থানান্তরিত হওয়া। যেমন, واذا الجبال سيرت ("যখন পর্ব্বতগুলি স্থানান্তরিত হইবে।" ঐ—অনুবাদক) দ্বারা বুঝা যায়। তারপর, যে সকল মানব অসভ্য, হীন ও ইসলামী ভদ্রতা বিবর্জ্জিত, তাহাদের ভাগ্য পরিবর্ত্তন ও উন্নতি; যেমন, واذا الوحوش حشرت

---

* ৩য় সংস্করণ ১৪৪-১৫৫ পৃঃ—অনুবাদক।

† কোরান শরীফে سما ("সামা) শব্দ শুধু 'আকাশ' অর্থেই ব্যবহৃত হয় নাই, যেমন সাধারণ ব্যক্তিগণের এই ধারণা, বরং বিবিধ অর্থে ("সামা") سما শব্দ কোরাস শরীফে ব্যবহৃত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে, মেঘকেও কোরান শরীফে سما ("সামা") বলা হইয়াছে এবং আরবগণ মেঘকে سما ("সামা") বলিয়া থাকেন। "তাবীরের" (স্বপ্ন তত্ত্ব সম্বন্ধীর) গ্রহ সমূহে سما ("সামা") দ্বারা বাদশাহকেও বুঝায় এবং -আকাশ বিদীর্ণ হওয়া' অর্থে 'বেদাত', 'জালালত' (বিপথগামিতা) এবং সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার, অনাচার বুঝায় এবং সর্ব্ববিধ 'ফেৎনা' বা বিপ্লবের আবির্ভাবকেও বুঝায়।" "তাতীরুল-আনাম" নামক তাবীরের মহাগ্রন্থে লিখিত আছে ঃ—

فان راى السماء انشقت دل على البدعة والضلالة

(অর্থাৎ, "যদি কেহ দেখে যে আকাশ বিদীর্ণ হইয়াছে, তবে 'বেদাত ও জালালাত—অধর্ম্মাচার ও বিপথগামিতার প্রসার বুঝায়"—অনুবাদক; তাতীরুল-আনাম ৩০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

("যখন অসভ্য ও জীব-জন্তুসকল একত্রীত হইবে।"—ঐ—অনুবাদক) আয়েত দ্বারা প্রতীত হয়। * তারপর, সমগ্র পৃথিবীতে পারস্পারিক সম্বন্ধ ও দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা প্রবল হওয়া এবং ভ্রমণ দ্বারা একে অন্যের সহিত মিলন সহজ হওয়া, যেমন, واذا النفوس زوجت ("যখন প্রাণে প্রাণে মিলন হইবে" ঐ—অনুবাদক) আয়েত দেখিবামাত্র জানা যায়। তারপর, গ্রন্থ, পুস্তক, পত্রিকা ও পত্রাদি দেশে দেশে প্রচারিত হওয়া যেমন, واذا الصحف نشرت ("যখন গ্রন্থাদি বিস্তার লাভ করিবে" —ঐ—অনুবাদক)। আয়েত দ্বারা প্রকাশ পায়। তারপর, ইসলামের নক্ষত্র সরূপ আধ্যাত্মিক ওলামাগণ মলিন হওয়া—যেমন, واذا النجوم انكدرت ("যখন নক্ষত্র সকল আঁধারময় হইয়া পড়িবে।"—ঐ—অনুবাদক) দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রতীত হয়। তারপর, 'বেদাত' (অনৈশ্লমিক রীতিনীতির প্রবেশ), 'জলালাত' (বিপথগামিতা) এবং সর্ব্বপ্রকার অন্যায় ও পাপের প্রসার—যেমন, আয়েত واذا السماء انشقت ("যখন আকাশ বিকীর্ণ হইবে;—সুরাহ্‌ এন্‌শেকাক—অনুবাদক) দ্বারা বুঝা যায়।

কেয়ামত নিকটবর্ত্তী হওয়ায় এই যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে এবং পৃথিবীতে এক মহা-পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়াছে। স্বয়ং আঁ-হজরতের (সাল্লাল্লাহু-আলায়হে-ও সাল্লাম) জমানাই কেয়ামত নিকটবর্ত্তী হওয়ার যুগ ছিল। যেমন আয়েত اقتربت الساعة وانشق القمر ("সেই সময় অর্থাৎ কেয়ামত অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইয়াছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে—"সুরাহ কমর—অনুবাদক) দ্বারা প্রতীত হয়। এমতাবস্থায়, আরো ১৩০০ বর্ষ অতিবাহিত হওয়ার পর এই যুগ আখেরী জামানা হওয়ায় কে আপত্তি করিতে পারে?

তারপর, কোরান শরীফ ও হাদিসের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশাবলী ব্যতীত সমস্ত প্রধান প্রধান 'আহলে কশুফ' (জাগ্রতাবস্থায় আধ্যাত্মিক স্বপ্নদ্রষ্টাগণ) একবাক্যে স্বীকার করেন যে, **চতুর্দ্দশ শতাব্দীই সেই আখেরে জামানা**—যাহার মধ্যে মসিহ্‌ মাউদ আবির্ভূত হইবেন। সহস্র সহস্র আল্লাহ্‌-প্রাপ্ত—'আহ্‌লুল্লাহ্‌র' দেল ইহারই প্রতি অনুরক্ত ছিল; অর্থাৎ মসিহ্‌ মাউদ আবির্ভূত হওয়ার যুগ চতুর্দ্দশ শতাব্দী। ইহা তাঁহার আগমনের শেষ প্রান্ত, তদপেক্ষা বিলম্ব ঘটিবে না।

দৃষ্টান্ত স্থলে, নবাব সিদ্দিক হাসান খানও তদীয় "হেজাজুল-কারামা গ্রন্থে একথা লিখিয়াছেন। তদ্ব্যতীত, 'সুরাহ্‌ মোরসেলাতে' একটি আয়েত আছে, যদ্দারা বুঝা যায় যে, কিয়ামত নিকটবর্ত্তী হওয়ার একটি মহা লক্ষণ এই যে, এমন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিবেন, যাঁহার দ্বারা রসুলগণের সীমার বন্ধনী হইবে; অর্থাৎ মোহাম্মদীয়া খেলাফত শৃঙ্খলের সর্ব্বশেষ খলিফা—যাঁহার নাম মসিহ্‌ মাউদ ও মাহদী মহুদ—তিনি আবির্ভূত হইবেন। সেই আয়েতটি এই ঃ—واذا الرسل اقتت অর্থাৎ, সেই আখেরী জামানা রসুলগণের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়া যাইবে; অর্থাৎ আখেরী খলিফার আবির্ভাব দ্বারা মুরসালীনগণের সংখ্যা সম্বন্ধে 'কাজাকাদার' বা নিয়তির যে নির্দ্দেশ লুক্কায়িত ছিল, তাহা প্রকাশ প্রাপ্ত হইবে।

এই আয়েতও সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করে যে, মসিহ মাউদ এই ওম্মতের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিবেন। কারণ, ভাল, যদি ইসা (আঃ) পুনরাগমন করেন, তবে তিনি সংখ্যা সীমাবদ্ধ করন-মূলক কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন না। কারণ, তিনি ত বনি-ইসরাইলের নবিগণের মধ্যে একজন রসুল, যাঁহার মৃত্যু হইয়াছে; এবং এস্থলে মোহাম্মদীয়া সেলসেলার খলিফাগণের সংখ্যা নিরূপণই উদ্দেশ্য।

---

* ইতিপূর্ব্বে আমি আবু-দারদার রেওয়াএত হইতে লিখিয়াছি যে, কোরান "জুল-ওজুহ্‌" অর্থাৎ ইমার বর্ণনার অনেক দিক আছে। যে ব্যক্তি কোরান শরীফের আয়েত সমূহকে একই দিকে সীমাবদ্ধ করে, সে কোরান শরীফ বুঝে নাই এবং কেতাবুল্লাহ—আল্লাহর গ্রন্থের জ্ঞান ('তাফাক্কাহ') লাভ করে নাই। তাহার চেয়ে বড় কোন জাহেল বা অজ্ঞ নাই। অবশ্য, হইতে পারে—এই সকল আয়েতের মধ্যে কোন কোনটির সম্বন্ধ কেয়ামতের সহিত আছে। কিন্তু এই দুনিয়াই এই সকল আয়েতের প্রথম মেসদাক—অর্থাৎ এদুনিয়ার উপরই এই সকল আয়েত খাটে। কারণ এগুলি আখেরী জামানা বা শেষ যুগের নিদর্শন এবং যদি বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানই লয় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ইহারা কিসের নিদর্শন হইবে। সম্ভবতঃ, ইসলামে এমন অজ্ঞ ও মূঢ় ব্যক্তিও থাকিতে পারে যে, যে এই নিগুঢ় তত্ত্বটি বুঝিতে পারে নাই এবং খোদাতা'লার ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ যদ্দারা ইমান মজবুত হয়—তৎ-সমুদয়ই তাহাদের দৃষ্টিতে দুনিয়ার পরবর্ত্তী বা পরপারের বিষয়। কোরান করীম বর্ণিত এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ সমূহে মসিহ্‌ মাউদ—প্রতিশ্রুত মসিহর সময়কার নিদর্শন বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। দানিয়াল ১২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

যদি এই জিজ্ঞাসা করা হয় وقت। শব্দের এই অর্থ, অর্থাৎ "অভিপ্সিত সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা" কোথায় পাওয়া গেল, তবে ইহার উত্তর এই যে, আবিধানিক গ্রন্থ সমূহ যেমন "লেসানুল-আরব" প্রভৃতি অভিধানে লিখিত আছে :—

قد يجيء التوقيت بمعنى تبيين الحد والعدد
والمقدار كما جاء في حديث ابن عباس رضى
الله عنه لم يقت رسول الله صلى الله عليه وسلم
في الخمر حدا اى لم يقدر ولم يحده بعدد مخصوص

অর্থাৎ, توقيت শব্দে—যাহা হইতে وقت। শব্দ বহির্গত হইয়াছে—কখন কখন সীমা, সংখ্যা ও পরিমাণ নির্দ্দেশের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন, ইব্‌নে-আব্বাসের ('রাজি-আল্লাহু-আন্‌হু') হাদিসে আছে যে, রসুলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু-আলায়হে-ও-সাল্লাম) মদ্য পানের কোন توقيت করেন নাই, অর্থাৎ মদ্য-পানের শাস্তির কোন (হদ্‌) সংখ্যা বা পরিমাণ বর্ণনা করেন নাই বা কোন সংখ্যা নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক বলেন নাই।

সুতরাং, واذا الرسل اقتت আয়েতের ইহাই অর্থ, যাহা খোদাতা'লা আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। এই আয়েতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, রসুলগণের শেষ যোগফল প্রকাশক হইতেছেন মসিহ মাউদ। স্পষ্ট কথা যখন কোন 'সেল্‌সেলা' বা শৃঙ্খলের শেষ প্রকাশ পায় তখন বুদ্ধির নিকট এই 'সেলসেলা' বা শৃঙ্খলের পরিমাপ হইয়া পড়ে। যে পর্য্যন্ত কোন রেখা কোন শূন্যে শেষ না হয়, সেই রেখার পরিমাপ অসম্ভব। কারণ, ইহার অপর দিক অজ্ঞাত ও অনির্দ্দিষ্ট।

সুতরাং, এই মহিমান্বিত আয়েতের অর্থ, মসিহ্‌ মাউদের আবির্ভাব দ্বারা মোহাম্মদীয় খেলাফতের সেল্‌সেলা (শৃঙ্খল) সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া পড়িবে। অন্য কথায়, খোদা-তা'লা বলেন :—

واذا الخلفاء بين تعدادهم وحدد عددهم
بخليفة هو آخر الخلفاء الذى هو المسيح الموعود
فان آخر كل شي يعين مقدار ذالك الشئ
وتعداده فهذا هو معنى واذا الرسل اقتت *

জামানা আখের হওয়ার অপর প্রমাণ এই যে, কোরাণ শরীফের "সুরাহ্‌-আসর' হইতে জানা যায় যে, আমাদের এই যুগ হজরত আদম (আলায়হেস্‌-সালাম) হইতে ষষ্ঠ সহস্রে স্থাপিত; অর্থাৎ, হজরত আদমের (আলায়হেস্‌-সালাম) জন্ম গ্রহণ হইতে এই ষষ্ঠ বর্ষ অতিবাহিত হইতেছে।

সেইরূপ, সত্য হাদিস সমূহ দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, আদম হইতে আরম্ভ পূর্ব্বক শেষ পর্য্যন্ত দুনিয়ার জীবন সপ্ত সহস্র বর্ষ। সুতরাং ষষ্ঠ সহস্রের শেষ বিশ্বের সেই শেষাংশ, যাহার সহিত সর্ব্বপ্রকার ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক পূর্ণাঙ্গতা সংশ্লিষ্ট। কারণ, ঐশী প্রাকৃতিক কার্য্যশালায় ষষ্ঠ দিবস ও ষষ্ঠ সহস্রকে ঐশী ক্রিয়ার পূর্ণতার জন্য আদি হইতে নির্দ্ধারিত রহিয়াছে।

দৃষ্টান্ত স্থলে, আদম (আলায়হেস্‌-সালাম) ষষ্ঠ দিবসে অর্থাৎ তাঁহার অবয়ব ষষ্ঠ দিবস পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ পায়। যদিও আদমের সৃষ্টি উপকরণ ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইতেছিল এবং যাবতীয় প্রাণী, অপ্রাণী ও উদ্ভিদ জাতীয় সৃষ্টির সহিতও জড়িত ছিল, কিন্তু পূর্ণ সৃষ্টি দিন ছিল ষষ্ঠ দিবস।

তারপর, কোরান শরীফও—যদিও ক্রমশঃ পূর্ব্ব হইতে অবতীর্ণ হইতেছিল, কিন্তু শুক্রবার ষষ্ঠ দিবসেই ইহার পূর্ণতা সম্পাদিত হয় এবং আয়েত اليوم اكملت لكم دينكم ("অদ্যকার দিবস তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম্ম পূর্ণ করা হইল"—সুরাহ্‌ মায়েদাহ্‌—অনুবাদক) অবতীর্ণ হইয়াছিল।

মানব-বীর্য্যও উহার বিভিন্ন পরিবর্ত্তনের ষষ্ঠ বারই মানব সৃষ্টিদ্বারা পূর্ণ হয়। ইহার প্রতি ثم انشاناه خلقا آخر ("অতঃপর, আমি উহাকে অন্য সৃষ্টিতে পরিণত করি"—সুরাহ মোমেনুন, ১৫ আয়েত—অনুবাদক) আয়েতে ইঙ্গিত রহিয়াছে। ষড় পর্য্যায় এই :—

(১) বীর্য
(২) জমাট রক্ত খণ্ড
(৩) মাংস পিণ্ড
(৪) অস্থি
(৫) মাংস পরিহিত অস্থি
(৬) অন্য সৃষ্টি

এই প্রাকৃতিক নিয়ম হইতে ষষ্ঠ দিবস ও ষষ্ঠ পর্য্যায় সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহাতে স্বীকার করিতে হয় যে, পৃথিবীর জীবনের ষষ্ঠ সহস্রও—অর্থাৎ ইহার শেষাংশও—যন্মধ্যে আমরা আছি, কোন **আদম জন্ম গ্রহণ** করিবার ও **ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পূর্ণতা** প্রকাশের সময়। যেমন, "বারাহীন-আহ্‌মদীয়ায়" বর্ণিত নিম্নলিখিত এলহামগুলি ইহার প্রতি নির্দ্দেশ করে। যথা,

اردت ان استخلف فخلقت آدم

("আমি আমার তরফ হইতে খলিফা করিবার অভিপ্রায়

করিয়াছিলাম। তন্নিমিত্ত আমি আদমকে সৃষ্টি করিয়াছি ;" —অনুবাদক।) এবং

ليظهره على الدين كله

("যেন এই ধর্ম্মের প্রাধান্য সর্ব্ব ধর্ম্মের উপর স্থাপন করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্-তালা ইস্‌লাম ধর্ম্মকে অকাট্য যুক্তি ও উজ্জ্বল প্রমাণ সহ সর্ব্ব-ধর্ম্মের উপর জয়ী করেন এবং ইহার সত্যতার প্রমান (হুজ্জত) অন্যান্য মানবের নিকট প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিপীড়িত মোমেনগণকে সাহায্য করিবেন।"—অনুবাদক)।

স্মরণ রাখিতে হইবে ; যদিও কোরান শরীফের প্রকাশ্য শব্দে পৃথিবীর বয়স সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু কোরান এরূপ বহু ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ, যদ্বারা ইহাই প্রতীত হয় যে, পৃথিবীর বয়স, অর্থাৎ **আমাদের যুগ পর্য্যন্ত** সাত সহস্র বর্ষের।

দৃষ্টান্ত স্থলে, কোরাণ করীমের সেই সমস্ত ইঙ্গিতের মধ্যে ইহাও একটি ইঙ্গিত যে, খোদা-তা'লা আমাকে এক 'কাশফ্' (জাগ্রত আধ্যাত্মিত স্বপ্ন) দ্বারা সংবাদ দিয়াছেন যে, 'সুরাতুল-আসরের' অক্ষর সমূহের সংখ্যা 'আব্‌জদের' হিসাব অনুযায়ী গনণা ক্রমে জানা যে, হজরত আদম (আলায়হেস্-সালাম) হইতে আঁ-হজরতের (সাঃ) মোবারক সময় পর্য্যন্ত যে নবুওতের কাল রহিয়াছে, অর্থাৎ ২৩ বৎসরের পূর্ণ কাল—এই সাকুল্য সময় পূর্ব্ববর্ত্তী জামানার সহিত একত্রীভূত করতঃ দুনিয়ার আদি হইতে আঁ-হজরতের (সাল্লাল্লাহু-আলায়হে—ও-সাল্লাম) মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত চন্দ্রমাসের হিসাবে ৪৭৩৯ বর্ষ বটে।*

সুতরাং, ইহাতে প্রতীত হয় যে, আঁ-হজরত (সাল্লাল্লাহু-আলায়হে-ও সাল্লাম) **পঞ্চ সহস্রে** জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার সম্বন্ধ "মার্‌রিখ" বা মঙ্গল গ্রহের সহিত। সূর্য্য মাসের হিসাবে এই সময়ের পরিমাণ হয় ৪৫৯৮ বর্ষ এবং খৃষ্টানদের হিসাব অনুসারে—যাহার প্রতি বাইবেল সম্পূর্ণ নির্ভর করে—৪৬৩৯ বৎসর হয়; অর্থাৎ, হজরত আদম হইতে আঁ-হজরতের (সাল্লাল্লাহু-আলায়হে-ও-সাল্লাম) নবুওতের শেষ সময় পর্য্যন্ত ৪৬৩৬ বৎসর হয়।

ইহাতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, কোরানের হিসাব—যাহা 'সুরাতুল-আসরের' সংখ্যা দ্বারা উপনীত হয় এবং বাইবেলের হিসাব মধ্যে—যাহা অনুযায়ী বাইবেলের টীকায় নানা স্থানে তারিখ লিখিত হয়—শুধু ৩৮ বৎসরের প্রভেদ। ইহা কোরান শরীফের জ্ঞান-মূলক মোজেজা সমূহের অন্যতম সুমহান মোজেজা—যাহার সম্বন্ধে মোহাম্মদীয় ওম্মতের জনগণ মধ্যে শুধু আমি মাহদী-আখের-জমানকে জ্ঞাত করা হইয়াছে, যেন কোরানের এই জ্ঞান-মূলক মোজেজা ও ইহা দ্বারা স্বীয় দাবীর প্রমাণ লোকের মধ্যে প্রকাশ করি।

এই উভয় হিসাব অনুসারেই আঁ-হজরতের (সাল্লাল্লাহু-আঁলায়হে-ও-সাল্লাম) জমানা—যাহার সম্বন্ধে খোদা-তালা সুরাহ্ 'আল-আসরে' শপথ করিয়াছেন—পঞ্চ সহস্র বর্ষ হয়, অর্থাৎ মার্‌রিখ বা মঙ্গল গ্রহের ক্রিয়াধীন পঞ্চ সহস্র বর্ষে। ইহাই সেই রহস্য, যাহার দরুণ আঁ-হজরতকে (সাল্লাল্লাহু-আলায় হে সাল্লাম) সেই সকল বিপ্লবকারীদিগকে বধ করিবার ও তাহাদের রক্তপাতের জন্য আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল—যাহারা মোসলমানদিগকে নিহত করিতে চাহিয়াছিল এবং তাঁহাদের মূলোৎপাটনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। খোদাতা'লার আদেশ অনুসারে ইহাই "মারিখ" বা মঙ্গল গ্রহের ক্রিয়া।

(ক্রমশঃ)

---

*এই হিসাব অনুযায়ী আমার জন্ম তখন হইয়াছে, যখন ষষ্ঠ সহস্রের ১১ বৎসর মাত্র অবশিষ্ট ছিল। সুতরাং, আদম (আলায়হেস্-সালাম) যেমন শেষাংশে জন্ম গ্রহণ করেন, সেইরূপ আমার জন্মও হইয়াছে।

খোদা অস্বীকারকারীদের আপত্তি খণ্ডন করনার্থ ইহা বেশ বন্দোবস্ত করিয়াছেন যে, মসিহ মাউদের জন্য চারিটি অত্যাবশ্যকীয় লক্ষণ রাখিয়াছেন। (১) প্রথম, তাঁহার জন্ম হজরত 'আদমের জন্মের ন্যায় ষষ্ঠ সহস্রের শেষভাগে হইবে। (২) দ্বিতীয়, তাঁহার 'জহর ও বরুজ'—প্রতিবিম্বাকারে আবির্ভাব—শতাব্দীর শীর্ষভাগে হইবে। (৩) তৃতীয়, তাঁহার দাবী কালে আকাশে রমজান মাসে চন্দ্র ও সূর্য্য-গ্রহণ হইবে। (৪) চতুর্থ, তাঁহার দাবী কালে উষ্ট্রের পরিবর্ত্তে অন্য এক যাত্রী-বাহী পৃথিবীতে উৎপন্ন হইবে।

এখন, স্পষ্ট দেখা যায় যে, এই চারিটি লক্ষণই প্রকাশিত হইয়াছে। দীর্ঘকাল হইল ষষ্ঠ সহস্র অতীত হইয়াছে। এখন পঞ্চাশৎ বর্ষ তদোরিক্ত চলিতেছে। এখন জগৎ সপ্ত সহস্র বর্ষ অতিক্রম করিতেছে। শতাব্দীর শীর্ষভাগেরও ১৭ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। চন্দ্র ও সূর্য্যে গ্রহণেরও কয়েক বৎসর হইল সংঘটি হইয়াছে। উষ্ট্রের পরিবর্ত্তে যাত্রী বাহী ট্রেন প্রচলিত হইয়াছে।

সুতরাং এখন কিয়ামত পর্য্যন্ত কেহ মসিহ মাউদ হওয়ার দাবী করিতে পারে না ; কারণ এখন মসিহ মাউদের জন্ম ও তাঁহার প্রকাশিত হওয়ার সময় অতিবাহিত হইয়াছে।

মজ্‌লিসে খোদ্দামুল্‌ আহ্‌মদীয়ার বাৎসরিক অধিবেশনে হজরত আমীরুল্‌ মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌ সানীর (আইঃ) বক্তৃতার সারমর্ম্ম

২৫শে ডিসেম্বর ১৯৩৯ তারিখে হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ (আইঃ) "খোদ্দামুল-আহমদীয়ার" বাৎসরিক অধিবেশনে যে বক্তৃতা করেন তাহার সারমর্ম্ম 'আলফজল' হইতে অনুদিত হইয়া নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

প্রথমতঃ হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌ (আইঃ) বলেন যে, ভবিষ্যতে খোদ্দামুল-আহ্‌মদীয়া তাহাদের জল্‌সার জন্য পৃথক দিন ধার্য্য করিবে। কারণ, বাৎসরিক জলসায় কাদিয়ান বিশ্ব আহ্‌মদীয়া সম্মেলন সমগ্র। কর্ম্মিগণ এই খোদ্দামুল-আহ্‌মদীয়ার জলসায় যোগদান করিলে বাৎসরিক জলসার এন্তেজাম সম্বন্ধে যাঁহারা ব্যাপৃত, তাঁহাদের বিপদে পড়িতে হয়। অন্য সময় নিরূপন করায় কদাচ মনে করিতে হইবে না যে, লোক সংখ্যা কম হইবে। প্রথম প্রথম লোক সংখ্যা অল্প হইবে। কিন্তু খোদ্দামুল্‌-আহমদীয়ার যে সকল মেম্বার তাহাদের বাৎসরিক অধিবেশনে যোগদান করিবার প্রয়োজনই অনুভব করিতে অক্ষম, তাহারা ইহার সভ্য থাকারই উপযুক্ত নয়। এরূপ নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিগণ দ্বারা কাজই বা হইবে কি ?

তারপর, জল্‌সার জন্য পৃথক সময় ধার্য্য করিলে এই আন্দোলনের সাহায্যও হইবে। শত শত যুবক এই উপলক্ষে কাদিয়ান আসিবে।

অতঃপর হজরত আমীরুল্‌-মোমেনীন যুবকদিগকে উপদেশ প্রদান করেন। যে সকল কাজ তাহাদের সপোর্দ্দ করা হয়, যে পর্য্যন্ত তৎসম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবে জানা না হয় যে, তাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে, শান্ত হইতে নাই। হুজুর বলেন, "যদি কেহ কাজ করিতে চায়, তবে ঘটনা-বিপুল কর্ম্মময় জগতে কল্পনার উপর নির্ভর করিবে না। যাহারই প্রতি কোন কাজ ন্যাস্ত হয়, সে যে পর্য্যন্ত স্বয়ং দেখিবে না যে কাজ বাস্তবিক হইয়াছে কিম্বা যে কাজ করে, সে আসিয়া না বলে যে, সে নিজে তাহা করিয়া আসিয়াছে, শান্ত হওয়া একান্ত বোকামী ও অনুপযুক্ততার পরিচায়ক বটে। এভাবে কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে যে, **কাজের সহিত আন্তরিক সম্বন্ধ ও প্রীতি** প্রকাশ পায়।

দেখ, ছেলে পেলেরা মাতার চোখের অন্তরাল হইলে তাঁহার মনে কত সন্দেহের উদয় হয়। ইহা তাঁহার চরম ভালবাসার নিদর্শন। সেইরূপ, তোমাদের জিম্মায় কোন কাজ সমর্পিত হইলে তৎসম্বন্ধে তৎপর্য্যন্ত নিরুদ্বেগ হইবে না, যে পর্য্যন্ত তাহা সমাধা না হয়।

তারপর, কোন বিষয় সম্বন্ধে মনে করিও না যে, তাহা হইতে পারে না। কোন কাজ নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ দেখিবে যে, তাহা অসম্ভব-ত নয় এবং ক্ষমতার বহির্ভূত ভার তাহাতে নাই ত ? একবার উত্তমরূপে বুঝিয়া শুনিয়া কোন কাজ করা লাভ জনক ও প্রয়োজনীয় বলিয়া স্থির করিবার পর কদাচ ভাবিবে না যে, অন্য কেহ তাহা করিবে কি না। তোমরা পণ করিবে যে, তাহা নিশ্চয়ই করিবে।

এই যে বলা হয় যে, লোকেরা অমুক কথা মানে না, ইহা একান্ত ভীরুতার কথা। লোকের সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধ কি ? যদি কাজ ভাল হয় তবে একাকী তাহা আরম্ভ কর। ইহাই প্রকৃত **'তাওয়াক্কুল'**। এ ছাড়া কৃতকার্য্যতা লাভ হয় না।

আমাদের যুবকগণ এই 'তাওয়াক্কুল' সহ কার্য্য ব্রতী হইবে। কাজ ভাল হইলে তাহা করিবেই করিবে, কেহ সঙ্গে যোগদান করে বা নাই করে।

সুতরাং, কাজ করিবার পূর্ব্বে যথাসম্ভব সতর্কতা সহকারে বিবেচনা করিবে। যে কাজ হওয়ার নয় বলিয়া জান, তাহা নিজের বা অন্যের জিম্মায় কখনো ন্যাস্ত করিবে না। কিন্তু, যখন নিশ্চিন্ত ভাবে জানিতে পার যে, কোন কাজ প্রয়োজনীয় ও ভাল, কিন্তু 'নাফ্‌স' (মন) বলে যে, তুমি তাহা করিতে পার না, তখন তাহাকে বল, "তুমি মিথ্যাবাদী।" এই বলিয়া কাজে লাগিয়া পড়িবে।

খোদা তোমাদের সাহায্যার্থ অন্যান্যের অন্তরে **'এলহাম'** করিবেন। তোমরা নিশ্চয়ই সাফল্য মণ্ডিত হইবে।

নবির উপস্থিতি ও 'আজাবে এলাহি'

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানী (আইঃ) কর্ত্তৃক ২৭শে অক্টোবর ১৯৩৯ তারিখে প্রদত্ত জুমার খোৎবার সারমর্ম্ম—"ফারুক" ৭ই নবেম্বর

অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মদ আলী আনোয়ার

يا يها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سياتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم - واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين * واذ تتلى عليهم ايا تنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا الا اساطير الاولين واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم * وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون - (انفال ع ٤)

("হে মোমেনগণ, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে আশ্রয় কর, তবে তিনি তোমাদের জন্য বহু প্রভেদ জনক নিদর্শন উৎপন্ন করিবেন, তোমাদিগ হইতে তোমাদের অন্যায় সমূহ দূরীভূত করিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন; আল্লাহ অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। কাফেরগণ যখন তোমার বিরুদ্ধে গোপনে গোপনে এই ষড়যন্ত্র করিতেছিল যে তোমাকে কারারুদ্ধ করিবে, কিম্বা তোমাকে বধ করিবে কিম্বা তোমাকে নির্ব্বাসন করিবে, তখন তাহারা অত্যন্ত সংগোপনে প্রচেষ্টা চালাইয়াছিল এবং আল্লাহ্‌ও গোপনেই চেষ্টা করিতেছিলেন; আল্লাহ্‌ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তদ্বীর করেন। আমার আয়েত সমূহ যখন তাহাদের নিকট পাঠ করা হয়, তাহারা বলে আমরা শুনিয়াছি সত্য, আমরা চাহিলে বাস্তবিক এরূপ বাণী প্রকাশ করিতে পারি—এগুলি ত পূর্ব্ববর্ত্তীদের গল্প-গুজব মাত্র। তখন তাহারা বলিল, 'হে আল্লাহ্‌, যদি এই বাণী সত্যই তোমার নিকট হইতে হইয়া থাকে, তবে তুমি আকাশ হইতে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ কর, কিম্বা আমাদের প্রতি ভীষণ 'আজাব' (দণ্ড) অবতীর্ণ কর।' কিন্তু ইহা আল্লাহর মর্য্যাদা বিরোধী কথা যে, তিনি তাহাদিগকে এ অবস্থায় 'আজাব' দিবেন, যে অবস্থায় তুমি (অর্থাৎ হজরত রসুল করীম সাঃ) তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান থাক কিম্বা তাহারা 'এস্তেগ্‌ফার' ক্ষমা-ভিক্ষা করিতে থাকে।" সুরাহ্‌-আন্‌ফাল, রুকু ৪—অনুবাদক)

অতঃপর বলেন,

এখন আমি যে সকল আয়েত পাঠ করিয়াছি, তন্মধ্যে একটি আয়েত সম্বন্ধে সাধারণতঃ অনেকের মনে কোন কোন প্রশ্নের উদ্রেক হয়, কিন্তু তাহা সাধারণের প্রতি অত্যল্পই লক্ষ্য করা হয়।

সেই আয়েতটি হইতেছে,

ما كان الله ليعذبهم

'তাহাদের প্রতি ঐ অবস্থায় 'আজাব' অবতীর্ণ করা আল্লাহ্‌তা'লার মর্যাদা সম্মত নহে,"

وانت فيهم

'যে অবস্থায় তুমি তাহাদের মধ্যে অবস্থান কর";

وما كان الله معذبهم

"সেইরূপ, খোদা-তা'লা তাহাদের প্রতি 'আজাব' অবতীর্ণ করিতে পারেন না,"

وهم يستغفرون

"যে অবস্থায় তাহারা 'এস্তেগ্‌ফার (ক্ষমা ভিক্ষা) করিতে থাকে।"

এই আয়েতে "**এস্তেগফার সম্বলিত অংশ** সম্বন্ধে কোন কথা নাই। যে সকল জাতি সত্য মনে 'এস্তেগফার' করে, তাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌তা'লার 'আজাব' অবতীর্ণ হয় না। কিন্তু প্রথমাংশ—

ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم

"অর্থাৎ খোদা তাহাদের প্রতি 'আজাব' অবতীর্ণ করিতে পারেন না যে অবস্থায় তুমি তাহাদের মধ্যে উপস্থিত থাক"—আয়েতের এই অংশ টুকু অত্যন্ত বিচার্য্য ও পরিধান যোগ্য।

সকলেই স্বীকার করেন যে, আলোচ্য আয়েতের অর্থ এই নয় যে, কোন নবীর **জীবদ্দশায়** তাঁহার জাতির প্রতি 'আজাব' আসিতে পারে না। কিন্তু সাধারণতঃ, ইহার এই অর্থ করা হয় যে, নবী কোন স্থানে **উপস্থিত থাকা** কালে সে স্থানে আল্লাহ্‌-তা'লার আজাব 'নাজেল' হয় না।

কিন্তু, যদি আমরা গভীর ভাবে নবিগণের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করি তবে একথা আমরা সমর্থন করিতে পারি না। নবিগণের জীবন ইতিবৃত্ত ও ইতিহাস বাদ দিলেও কোরান করাম বর্ণিত ঐতিহাসিকাংশের প্রতি দৃষ্টিপাত দ্বারাই আমরা এমন বহু দৃষ্টান্ত পাই, যদ্বারা একথা নির্ণীত হয় যে, নবিগণের জীবদ্দশায় কেন, তাঁহাদের উপস্থিতিতেই জাতি সমূহের প্রতি 'আজাব' নাজেল হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে, সর্ব্বপ্রথম আমরা **হজরত মুসার** (আঃ) ঘটনা গ্রহণ করি।

(১) হজরত মুসার (আঃ) জাতির প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌তা'লা কোরান করীমের একেবারে প্রারম্ভ আয়েত সমূহে অর্থাৎ সুরাহ্‌ বাকারাহ্‌তেই বলিয়াছেন যে, তাহারা গোবৎসের পূজা করে। ইহাতে তাহাদিগকে আদেশ করা হয়ঃ—

اقتلوا انفسكم

—অর্থাৎ, "যদি তোমরা রক্ষা লাভ করিতে চাও, তবে তোমরা তোমাদের নিজেদিগকে হত্যা কর"। বাইবেলে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তখন সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়।

সেই জাতির প্রতি ইহা একটি 'আজাব' ছিল। এই 'আজাব' হজরত মুসার জীবদ্দশায়ই উপস্থিত হয়। সেই জাতি হজরত মুসার (আঃ) সঙ্গে চলিতেছিল। অভিযান মধ্যেই এই ঘটনা হয়। অর্থাৎ, হজরত মুসা (আঃ) পর্ব্বতে গমন করিলে পর তাঁহার জাতি গো-বৎসের পূজা আরম্ভ করে। আল্লাহ্‌-তা'লা এল্‌হাম দ্বারা তাঁহাকে এই ঘটনার সংবাদ দেন। ইহাতে তিনি পর্ব্বত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতঃপর, তাঁহার জাতিকে দণ্ড প্রদত্ত হয়। বাইবেল অনুসারে ইহাতে সহস্র সহস্র ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হয়।

(২) কোরাণ করীম হইতে অপর যে 'আজাবের' বিষয় জানা যায়, তাহা হজরত মুসার (আঃ) প্রতি "মান্না-ও-সাল্‌ওয়া" অবতীর্ণ হওয়ার পর অবতীর্ণ হয়। ইহাও হজরত মুসার (আঃ) জীবন কালেরই ঘটনা। "মান্না-ও-সাল্‌ওয়া" অবতীর্ণ হওয়ার পর তাহারা অধৈর্য্য প্রকাশ করিলে আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদের প্রতি অবমাননা ও লাঞ্ছনা জনক 'আজাব' অবতীর্ণ করেন।

(৩) সেইরূপ, কোরান করীম হইতে ইহাও জানা যায় যে, হজরত মুসাকে (আঃ) একদা বনি ইস্রাইলগণ সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছিল, "হে মুসা, যে পর্য্যন্ত আমরা খোদাকে না দেখিব, আপনার কোন কথাই আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না।" তখনকার সম্বন্ধেও আল্লাহ্‌তা'লা বলেন যে, তিনি তাঁহাদের প্রতি 'আজাব' অবতীর্ণ করেন। এই ঘটনাও হজরত মুসার (আঃ) উপস্থিতিতেই সংঘটিত হয়।

(৪) তারপর, কোরান শরীফে উল্লিখিত হইয়াছে যে, হজরত মুসা (আঃ) যখন তাঁহার জাতিকে বলিলেন, "যাও, যে দেশে লাভের কথা তোমাদিগকে অঙ্গীকার করা হইয়াছে, সেই অঙ্গীকৃত দেশে প্রবিষ্ট হও" এবং যখন তাহারা বলিল, اذهب انت وربك فقاتلا انا هٰهنا قاعدون। "যাও, তুমি ও তোমার প্রভু শত্রুদের সহিত যুদ্ধ কর, আমরা ত এখানে আসন গ্রহণ করিলাম"—তখনও তাহাদের প্রতি 'আজাব' অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্‌তা'লা ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সেই 'আজাবে' নিবদ্ধ রাখেন। কোরাণ করিমে খোদা-ত'লা এসম্বন্ধে বলেন, يتيهون فى الارض। —"তাহারা ৪০ বর্ষ ব্যাপী এদিক সেদিক ঘুরিতে থাকে এবং অবস্থিতির জন্য কোন স্থান পায় নাই।" এই 'আজাব' হজরত মুসার (আঃ) জীবদ্দশায়ই আরম্ভ হয়, যদিও ইতিমধ্যে হজরত মুসার (আঃ) মৃত্যু হয়।

সুতরাঃ, **হজরত মুসার** (আঃ) জীবনের বহু ঘটনা দ্বারা একথার প্রমান পাওয়া যায় যে, হজরত মুসা (আঃ) এক জাতিতে বিদ্যমান থাকা কালেই সেই জাতিতে 'আজাব' অবতীর্ণ হয়, বরং সেই স্থানেই আজাব অবতীর্ণ হয়, যেখানে তিনি উপস্থিত ছিলেন।

অতঃপর, আমরা **হজরত রসুল করীমের** (সাঃ) জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছি। এখানেও আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার জীবদ্দশায় এবং তাঁহার উপস্থিতকালে **শত্রুদের প্রতি 'আজাব'** অবতীর্ণ হয়।

তিনি কাহারো কাহারো সম্বন্ধে 'বদ্‌দোয়া' করিয়াছিলেন। তাহারা মক্কাতেই 'আজাব-গ্রস্ত' হইয়া বিধ্বস্ত হয়।

তাঁহার 'বদ্‌-দোয়া' দ্বারা একবার **মক্কায় দুর্ভিক্ষ** উপস্থিত হয়; বরং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে 'আজাব' সম্বন্ধে

এই আয়েত গুলিতেই উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও মক্কায় তাঁহার উপস্থিতকালে মক্কার কাফেরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়।

সম্ভবতঃ, তখন তিনি কয়েক গজ মাত্র দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। অর্থাৎ, এই যে আয়েত

وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون

"তোমার উপস্থিতিতে তাহাদের প্রতি 'আজাব' অবতীর্ণ করা আল্লাহর মর্য্যাদা বিরুদ্ধ এবং তাহাদের 'এস্তেফকার বা ক্ষমা ভিক্ষা অবস্থায় তাহাদের প্রতি 'আজাব' অবতীর্ণ করাও আল্লাহর মর্য্যাদার বিরোধী") ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী আয়েতটি এই :—

واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء *

"যখন তাহারা বলিল, খোদা, এই শিক্ষা সত্য হইলে, এবং তোমার নিকট হইতেই অবতীর্ণ হইয়া থাকিলে, তুমি আকাশ হইতে আমাদের প্রতি প্রস্তর বর্ষণ কর," او ائتنا بعذاب اليم "কিম্বা অন্য কোন দুঃখপূর্ণ-শাস্তি আমাদিগকে দাও।"

সত্য হাদিস ও ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, এই দোয়া **আবু-জেহেল বদর প্রাঙ্গনে** দাঁড়াইয়া করিয়াছিল এবং বদর প্রাঙ্গনেই রসুল করীমের (সাঃ) বিদ্যমানতায় তাহার উপর এই প্রস্তরপাত হয়।

ইহার জন্য আল্লাহ্‌তা'লা যে উপকরণ উৎপন্ন করেন তাহা ছিল এই, রসুল করীমের (সাঃ) মনে দোয়া করিবার প্রেরণা সঞ্চার করেন। তিনি দোয়া করিবার পর এক মুষ্টি কঙ্কর তুলিয়া শত্রুদের প্রতি নিক্ষেপ করেন।

সেই কঙ্কর মুষ্টি নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে এক তুমুল বাত্যা মোসলমানদের পশ্চাদ্দিক হইতে সমুত্থিত হয়। তৎ-সঙ্গে বালুকা ও কঙ্কর মিশ্রিত এক তুফান চলে। তাহা কাফেরদের চক্ষে পড়িয়া তাহাদের দৃষ্টি-শক্তি হীন করিয়া দেয়। কারণ ঝটিকা মোসলমান সৈন্যের দিক হইতে উত্থিত হইয়া কাফের সৈন্যদের দিকে ধাবিত হইতেছিল।

বায়ুর প্রতিকূলতাবশতঃ কাফেরদের বানসমূহ মোস্‌লামানগণ পর্য্যন্ত পৌছা বন্ধ হয়। তাহারা যে সমস্ত তীর নিক্ষেপ করিতেছিল প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে আসিয়াই এদিক সেদিক হইয়া ভূপতিত হইতেছিল। কিন্তু মোসলমানগণ যে শর নিক্ষেপ করিতেছিলেন তাহা বহু গুণ অধিক প্রবলতা সহকারে কাফেরদের বক্ষে বিদ্ধ হইতেছিল।

এই **'আজাব'** বশতঃ কাফেরদের আক্রমণ ব্যর্থ হইল। মোসলমানদের আক্রমণ সাফল্য মণ্ডিত হইল। কারণ ঝটিকা মোসলমানদের পশ্চাদ্দেশ হইতে আসিতেছিল। সে জন্য তাহাদের চক্ষু খোলা ছিল। কিন্তু কাফেরগণের চক্ষু সহজে উন্মিলীত করিতে পারিত না। প্রবল ঝটিকা তাহাদের অভিমুখে প্রবাহিত হইতেছিল। তাহারা চক্ষু উন্মিলন করিবামাত্র বলিকা ও কঙ্কর তাহাদের চক্ষে প্রবেশ করিত এবং তাহাদের চক্ষু কাজ করিতে পারিত না।

সেইরূপ, **তরবারীযোগে কাফেরদের প্রতি** 'আজাব' আসে। বড় বড় যোদ্ধা নিহত হয়। ইহাও রসুল করীমের (সাঃ) উপস্থিতিতেই হইয়াছিল। এই 'আজাব' হওয়া কালে রসুল করীম (সাঃ) ও কোফ্‌ফারগণের মধ্যে কয়েক গজের মাত্র ব্যবধান ছিল, বরং যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর গজ পরিমিত ব্যবাধানও আর ছিল না। মোসলমানগণ কোফ্‌ফার সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট এবং এবং কোফ্‌ফারগণ মোসলমান সৈন্য মধ্যে তখন প্রবিষ্ট।

সুতরাং, আবু-জেহেলের সেই দোয়ার ফলে আল্লাহ্‌-তা'লার-তরফ হইতে যে 'আজাব' অবতীর্ণ হয়, তাহা হজরত রসুল করীমের (সাঃ) উপস্থিতিতেই অবতীর্ণ হয়। আলোচ্য **আয়েতগুলিতে** ইহাই উল্লেখ পূর্ব্বক কাফেরদিগকে বলিতেছেন যে, তাহারা যে দোয়া করিয়াছিল তাহা পূর্ণ হইয়াছিল এবং তাহারা **ইসলামের সত্যতা** এভাবেও প্রত্যক্ষ করে। তাহারা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ লাভ করে—হুজ্জত' পূর্ণ হয় তাহাদের অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ রসুলে করীমের (সাঃ) প্রতি ইমান আনা কর্ত্তব্য।

আবু জেহেল যে, এই দোয়া করিয়াছিল, ইহা প্রকৃতপক্ষে খোদা তা'লার নিকট **শেষ আপীল** ছিল। ইহাতে সে খোদা-তা'লার নিকট অত্যন্ত আবেগ ভরে এই দোয়া করিয়াছিল যে, ইসলাম সত্য হইলে—মোহাম্মদ (সাঃ) বাস্তবিক খোদাতা'লার রসুল হইয়া থাকিলে খোদা-তা'লা যেন তাহার উপর প্রস্তর বর্ষণ করেন, কিম্বা অন্য কোন ভীষণ দণ্ড প্রদান করেন।

আল্লাহ্‌-তালা তাহার এই প্রার্থনার ফলে সত্যতা জ্ঞাপক এই নিদর্শন প্রদর্শন করেন। সে এবং তাহার সঙ্গিগণ ধ্বংস ও বিধ্বস্ত হয়। মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীরগণ কৃতকার্য্যতা লাভ করেন।

সে ত বলিয়াছিল, "খোদা, হয় ত আমাদের প্রতি প্রস্তর বর্ষণ কর, কিম্বা অন্য কোন সাংঘাতিক "আজাব' নাজেল কর।"

কিন্তু আল্লাহ-তা'লা এক 'আজাবের' পরিবর্ত্তে উভয় প্রকার 'আজাবই' অবতীর্ণ করেন এবং এই নির্দ্দেশ করেন যে, সে এক প্রকার নিদর্শন দ্বারাই তাঁহার রসুলের (সাঃ) সত্যতা উপলব্ধি করিতে চায়, আল্লাহ্‌ তাহার মুখ-নিসৃত **উভয় প্রকার নিদর্শন** দ্বারা তাঁহার সত্যতা-প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

ফলে, প্রথমতঃ আবু-জেহেলের প্রতি বিশেষভাবে এবং অন্যান্য কুফ্‌ফারদের প্রতি সাধারণ ভাবে 'প্রস্তর বর্ষণ হয়, তারপর 'ভীষণ আজাব' অবতীর্ণ হয়।

বিস্তৃতভাবে বিষয়টি এই :—মক্কাবাসিগণ মদিনাবাসিদিগকে অত্যন্ত হেয় ও তুচ্ছ মনে করিত। কারণ, মক্কাবাসিগণ যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শী ছিল, মদিনাবাসীরা **কৃষি-জীবী** ছিল। তাহারা তরকারী উৎপন্ন করিত, বাগান করিত, ক্ষেত্রে কাজ করিত এবং তদ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিত। যুদ্ধাদি ব্যাপারে তাহারা পারদর্শী ছিল না বলিয়া মক্কাবাসিগণ তাহাদিগকে অত্যন্ত হেয় চক্ষে দেখিত।

খোদা-তা'লা তাহাদের প্রতি যখন ভীষণ আজাব নাজেল করিতে চাহিলেন, তখন তিনি সেই হেয় ও তুচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞাত ব্যক্তিগণের মধ্যে ১৫ বৎসর বয়স্ক দুইজন যুবককে মনোনীত করেন—যাহাদিগকে স্বয়ং তাহাদের স্বজাতীয়গনই দুর্ব্বল ও নগণ্য মনে করিত। তাহাদের হস্তে **আবু-জেহেল আহত** হয়।

এই দুই জন যুবকের এক জনকে ত রসুল করীম (সাঃ) বলবান দীর্ঘকায় বলিয়া গ্রহণ করেন। অপর যুবকটি কাঁদিতে থাকে এবং যুদ্ধে যাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অনুরোধ করিতে থাকে। হজরত রসুস করীম (সাঃ) তাহাকেও সঙ্গে গ্রহণ করেন।

হজরত আব্দুর-রহমান-বিন-আওফ্‌ (রাঃ) বলেন, "বদর যুদ্ধে কুফ্‌ফার এবং মোসলমান সৈন্যগণ ব্যূহ রচনা পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইলে মহাযুদ্ধ উপস্থিত ভাবিয়া ডানে বামে কাহারা আছে দেখিবার জন্য আমি দৃষ্টিপাত করি। দেখিতে পাইলাম আমার উভয় পার্শেই ১৫ বৎসর বয়স্ক এক একটি যুবক। আমি মনে মনে কহিলাম, 'আক্ষেপ, আজ দিনটি আমার জন্য পণ্ড গেল। আমার উভয় পার্শেই কোন শক্তিমান যোদ্ধা নাই—আমি বীরোচিতভাবে শত্রু অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারিব না। কারণ, আমার পৃষ্ঠ-রক্ষার্থে কেহও নাই।"

রণক্ষেত্রে সর্ব্বদাই উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ সিপাহীগণ তাঁহাদের পার্শ্বদ্বয়ে ভাল সিপাহী থাকে কিনা সে দিকে খেয়াল রাখেন, যেন তাঁহারা শত্রু ব্যূহে ঢুকিবার পর পশ্চাদ্দিক হইতে শত্রুদের আক্রমণ হইতে রক্ষা লাভ হয়। হজরত আবদুর রহমান বিন-আওফ্‌ও এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই পার্শ্বদ্বয়ে দৃষ্টিপাত করেন। যখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার ডান কিম্বা কোন দিকেই দৃঢ় কোন সিপাহী নাই বরং ১৫ বৎসর বয়স্ক দুইটি অনভিজ্ঞ বালক দণ্ডায়মান, তখন তিনি সাহসহীন হইয়া পড়িলেন এবং মনে মনে বলিলেন, "আক্ষেপ, আজ আমি কিছুই করিতে পারি না। আমার ডান ও বাম উভয় দিকই অরক্ষিত।"

এই ভাব মনে আসিবামাত্র তিনি বলেন যে, ডান পার্শ্ব হইতে একটী কুনুইর আঘাত অনুভব করিলেন। তিনি ডান দিকে ফিরিয়া বালকটিকে বলিলেন, "তুমি কি বলিতে চাও।" সে অতি ধীরে যেন অপর বালকটি শুনিতে না পায় বলিল, আবু-জেহেল কে? সে রসুল করীমকে (সাঃ) বড় কষ্ট দেয়। আজ তাহাকে বধ করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছি।"

আবদুর রহমান বিন্‌-আওফ্‌ (রাঃ) বলেন তাহার এই কথা শুনিয়া তিনি অবাক হইলেন এবং বিস্ময় বিহ্বল হইয়া তাহার মুখ পানে চাহিলেন। কিন্তু, তাঁহার এই বিস্ময় দূরীভূত হওয়ার পূর্ব্বেই বাম পার্শ্বে কুনুইর আঘাত অনুভব করিলেন। (তাহারা কুনুইর আঘাত করিবার কারণ ছিল যেন, কেহ কাহারো বিষয় জানিতে না পারে)। হজরত আবদুর রহমান বিন্‌-আওফ্‌ (রাঃ) বাম পার্শ্বে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ব্যাপার কি?

ইহাতে সেই বালকটি আস্তে করিয়া তাঁহার কানে কানে বলিলেন, "চাচা, আবু-জেহেল কোন লোকটি? সে রসুল করীমকে (সাঃ) কষ্ট দেয়। আমার একান্ত আগ্রহ আমি তাহাকে নিধন করিব।

আবদুর রহমান বিন্‌-আওফ বলেন যে, তিনি তাহাদের উভয়েরই কথা শুনিয়া অবাক হইলেন এবং মনে মনে বলিলেন, "আমি এদের সম্বন্ধে কি ভাবিতেছিলাম। আর ইহারা কি সঙ্কল্প নিয়া এখানে আসিয়াছে। আমি ভাবিতেছিলাম যে, ইহারা আমার পৃষ্ঠ রক্ষা করিতে পারিবে না। তাহাদের

এই সঙ্কল্প—যাহা আমি কখনো কল্পনাও করিতে পারি নাই।"

আবু-জেহেল ছিল প্রধান সৈন্যাধক্ষ্য। সে সৈন্য-গর্ভে পরিপাট্যময় অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্যগণের পাহারায় বেষ্টিত অবস্থায় দণ্ডায়মান ছিল। তাহার নিকটে পৌঁছা অত্যন্ত দূরূহ ছিল।

যাহা হউক, হজরত আবদুর রমহাম বিন্-আওফ (রাঃ) বলেন যে, তিনি নিস্তব্ধভাবে বিস্ময়-বিহ্বল চিত্তে অঙ্গুলী দ্বারা দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ যে লোকটি, যাহার সম্মুখে উন্মুক্ত তরবারী নিয়া দুইটি বলিষ্ঠ যুবক পাহাড়া দিতেছে, সে-ই আবু-জেহেল।"

হজরত আবদুর রহমান বিন্-আওয়াফ (রাঃ) বলেন যে এই কথাগুলি তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতেই শরপক্ষের ন্যায় উন্মুক্ত তরবারী হস্তে তাহারা উভয়েই ধাবমান হইল এবং দেখিতে না দেখিতে শত্রু ব্যূহ ভেদ করিয়া সেই স্থানে পৌঁছিল, যেখানে আবু-জেহেল দাঁড়ান ছিল। পৌঁছিবামাত্র তাহারা তাহাকে আক্রমণ করিল। কুফ্ফার এই আকস্মিক আক্রমণের ফলে কতকটা অপ্রস্তুত হইল। তাহারা যথোপযুক্ত বাধা দিতে পারিল না। আবু জেহেলের পুত্র আক্রামা একজন যুবককে তরবারীর আঘাত করিল। ইহাতে তাহার একটি হাত অর্দ্ধেক কাটিয়া যাইয়া ঝুলিতে লাগিল। সে তৎক্ষণাৎ তাহার হাতের সেই অংশটুকু কাটিয়া ফেলিয়া দিল। উভয়েই সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আবু-জেহেলকে আহত করিয়া ভূপতিতঃ করিল। সে তখনও মরে নাই। তাহাকে গুরুতররূপে আহত করিয়া তাহারা উভয়েই প্রত্যাবর্ত্তন করিল।"

কুফ্ফার সৈন্যগণ পরাস্ত হওয়ার পর হজরত **আবদুল্লাহ বিন্-মসউদ** (রাঃ)—তিনি ছিলেন একজন 'মোহাজের,' তিনি কুফ্ফারদিগকে ভালরূপ চিনিতেন—তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য গমন করেন। আজ কাফেরদের কি ঘটিয়াছে, তিনি দেখিলেন।

তিনি বলেন, তিনি হত ও আহত সকলকেই দেখিতে দেখিতে চলিতে লাগিলেন। এক স্থানে তিনি দেখিলেন, আবু জেহেল ক্ষতের দারুণ ব্যথায় চীৎকার করিতেছে। তিনি তাহাকে বলিলেন, "বল, ব্যাপার কি? সে বলিতে লাগিল, সকলকেই মরিতে হইবে। আমার মৃত্যু উপস্থিত। কিন্তু, বড়ই আক্ষেপ আমার, মদিনার দুইটি ছেলে আমাকে হত করিল।"

ইহা সেই ليم । ب । بعذ ئتنا । ر । (কিম্বা আমাদের প্রতি ভীষণ আজাব অবতীর্ণ কর) সম্বলিত দোয়ায় প্রকাশ ছিল। সে মৃত্যু কালে বলিল, "আমার বড় দুঃখ এই যে, মদিনার দুইটি ছেলে আমাকে হত্যা করিল। যদি মক্কার উচ্চ বংশীয় কোন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা আমাকে হত্যা করিত, তবে এ দুঃখ হইত না।"

যাহা হউক, হজরত আব্দুল্লাহ্-বিন্-মস্উদ (রাঃ) বলেন, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, বল, তোমার কোন বাসনা আছে কি?" সে বলিতে লাগিল, "আমার এখন ভীষণ কষ্ট হইতেছে। আমার কামনা এই যে, তুমি আমাকে হত্যা কর। কিন্তু, দেখ, আমার ঘাড় একটু লম্বা রাখিয়া কাটিও। তুমি জান, আমি মক্কার সর্দ্দার। সর্দ্দারদের স্কন্ধ সর্ব্বদাই লম্বা রাখিয়া কাটা হয়।"

হজরত আব্দুল্লাহ্-বিন্-মস্উদ (রাঃ) বলেন, "আমি তাহাকে বলিলাম—'এখন তোমার এই আগ্রহও পূর্ণ হইবে না। আমি তোমার ঘাড় ঠিক মাথার নীচু হইতে কাটিব।" তিনি তাহার স্কন্ধ মস্তকের ঠিক নিম্ন স্থানে কর্ত্তন করিলেন।

দেখ, আবু-জেহেল যে 'আজাব' চাহিয়াছিল, তাহা আবু-জেহেল ও তাহার জাতি উভয়েই ভোগ করে। শুধু এক আজাব নয়, বরং উভয় 'আজাবই' আসিয়াছিল। কিন্তু, এই 'আজাব' যখন অবতীর্ণ হয়, তখন মোহাম্মদ (সাঃ) তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন, বরং সেস্থানেই উপস্থিত ছিলেন যেখানে এই আজাব অবতীর্ণ হয় এবং সেই দলের সন্নিকট ছিলেন, যাহাদের প্রতি 'আজাব' অবতীর্ণ হইয়াছিল। অতএব,

ما كا ن । الله ليعذ بهم و । نت فيهم

অর্থ কিরূপে এই হইতে পারে যে, কোন স্থানে উপস্থিত থাকিলে, সেখানে আজাব অবতীর্ণ হয় না? فيهم ("তাহাদের মধ্যে") অর্থে বস্তুতঃ 'দৈহিক নৈকট্য' বুঝায়। এখানে فيهم ("তাহাদের মধ্যে") অর্থে কখনো 'আধ্যাত্মিক নৈকট্য' বুঝায় না। এস্থলে, فيهم ("তাহাদের মধ্যে") অর্থ 'দৈহিক নৈকট্যই' বটে।

আমি বলিয়া আসিয়াছি, রসুল করীমের (সাঃ) দৈহিক **নৈকট্য সত্বেও কুফ্ফারের প্রতি 'আজাব' অবতীর্ণ হইয়াছিল** এবং এই 'আজাব' সম্বন্ধে আলোচ্য আয়েতের সঙ্গেই উল্লেখ রহিয়াছে।

হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) সময়কার ঘটনা

তারপর, আমরা হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) সময় দেখিতে পাই, এখানেও তাঁহার সময়ে বরং তাঁহার সম্মুখেই এমন 'আজাব' আসিয়াছে—যাহা জাতির প্রতি অবতীর্ণ হয়। দৃষ্টান্তস্থলে, ভূমি-কম্প যখন আসে, তখম হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) জীবিত ছিলেন. বরং হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) সম্মুখে কাদিয়ানে ভূমি-কম্প হয়।

সেইরূপ, যখন প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন কাদিয়ানেও প্লেগ হইয়াছিল, যদি হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তেমন প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয় নাই, যাহা গৃহ সমূহ উৎসন্ন করে এবং গ্রাম সমূহ বিধ্বস্ত করে। কিন্তু, যাহা হউক, হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) সম্মুখে এখানে প্লেগ উপস্থিত হয়। ইহা একটি 'আজাব' ছিল, যাহা আল্লাহ্-তা'লার তরফ হইতে লোকদের প্রতি অবতীর্ণ হয়।

আয়েতের অর্থসমস্যা

এমতাবস্থায়, وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم অর্থ কখনো এই হইতে পারে না যে, নবী কোন জাতিতে উপস্থিত থাকা কালে সেই জাতির প্রতি 'আজাব' অবতীর্ণ হইতে পারে না। কারণ, হজরত মুসা (আঃ) তাঁহার জাতি মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, যখন তাহাদের প্রতি 'আজাব' নাজেল' হয়। রসুল করীম (সাঃ) তাঁহার জাতির মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন, যখন তাহাদের প্রতি 'আজাব' আসে। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) তাঁহার জাতিতে উপস্থিত ছিলেন, যখন আহাদের প্রতি 'আজাব' অবতীর্ণ হয়, যেমন আমি বলিয়াছি যে, কাদিয়ানে ভূমি-কম্প ও প্লেগ দুইব উপস্থিত হয়। ইহাদের সম্বন্ধে হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) ভবিষ্যৎবাণী সমূহ ছিল। তদ্ব্যতীত, আরো কোন কোন 'আজাব' অবতীর্ণ হয়। কিন্তু, এই দুইটী নিদর্শন অতি—স্থূল। ইহাতে প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝিতে পারে যে, তাঁহার উপস্থিতিতে 'আজাব' অবতীর্ণ হইয়াছিল—সেই স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিল, যেখানে তিনি বিদ্যমান ছিলেন।

সুতরাং, বুঝা যায় যে, আয়েতের এই অর্থ করা যায় না যে, কোন নবী তাঁহার জাতিতে বর্ত্তমান থাকা কালে, জাতির প্রতি 'আজাব' আসিতে পারে না।

সুতরাং ইহার অন্য কোন অর্থ অবশ্য খুঁজিতে হইবে। এমন কোন অর্থ করিতে হইবে, যাহার দিক দিয়া আমরা একথা বুঝিতে পারি যে কোন কোন প্রকার 'আজাব' নবীর উপস্থিতিতেও আসিতে পারে এবং কোন কোন প্রকার 'আজাব' নবীর উপস্থিতিতে অবতীর্ণ হইতে পারে না।

'আজাবের' শ্রেণী-বিভাগ

অন্য কথায় আমাদিগকে আজাবের শ্রেণী বিভাগ করিতে হইবে। এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চিন্তা করিলে পর আমরা দেখিতে পাই যে, **আজাব দুই প্রকার।**

(১) এক প্রকার 'আজাব' ব্যক্তিগত। দৃষ্টান্ত-স্থলে, কোন শত্রু দুষ্টতা ও অন্যায়াচরণে অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে তাহাকে ধ্বংস করা হয়।

এই প্রকার 'আজাব' নবিগণের উপস্থিতিতে এবং তাঁহাদের সম্মুখে অনেক স্থলেই আসে। নবীর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। কোন ব্যক্তি বিশেষের সহিত এই 'আজাব' বিশিষ্ট থাকে। সে 'আজাবে' নিপতিত হওয়ায় নবীর উপর কোন দোষ যায় না, বরং তাঁহার ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হয়। কিন্তু এই **'ব্যক্তিগত আজাব'** ব্যতীত এক প্রকার 'আজাব' আছে। (২) তাহা **'জাতির প্রতি আজাব'। এই প্রকার 'আজাবের' মধ্যেও (ক) এক প্রকার 'আজাব' নবীর উপস্থিত কালে আসিতে পারে,** (খ) **কিন্তু অন্য প্রকার আজাব তাঁহার উপস্থিত কালে আসিতে পারে না।**

দৃষ্টান্ত-স্থলে, যে 'আজাবে' **সমগ্র জাতি** ধ্বংস হওয়া উদ্দেশ্য নহে—তাহা নবীর উপস্থিতিতেও আসিয়া থাকে। যেমন, আল্লাহ তা'লা হজরত মসিহ মাউদকে (আঃ) প্লেগের সংবাদ প্রদান করেন। ইহা 'জাতি সম্পর্কিত' একটি 'আজাব' ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই ইহার জন্য আশঙ্কা ছিল। তারপর, ভূমি-কম্প। ইহাও 'জাতি সম্পর্কিত আজাব'। ইহাতেও প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই ভয় থাকে যে, তাহার বাড়ী কিনা ধ্বংস হয়। কিন্তু, ভূমি-কম্পে সমগ্র মানব বিধ্বস্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী নয়। প্লেগেও নয়। প্লেগ কোন স্থানে প্রকাশ পাইলে একটি প্রাণীও জীবিত থাকিবে না—এরূপ নয়। অনেক বড় বড় ধ্বংসলীলা উপস্থিত হয়। তাহাতে শত শত ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু সহস্র সহস্র জন রক্ষাও পায়।

তোমরা কোথায় ও দেখিতে পাইবে না যে, কোথাও প্লেগ হইয়াছে এবং তোমরা লোকের মুখে আশ্চর্য্য হইয়া বলিতে শুন যে, অমুক স্থানে প্লেগ উপস্থিত হইয়াছিল আর এত লোক রক্ষা পাইয়াছিল। তোমরা সর্ব্বদাই এইরূপ আশ্চর্য্য প্রকাশ করিতে শুনিবে যে, অমুক স্থানে প্লেগের প্রাদুর্ভাবে অর্দ্ধ লোকে মৃত্যু ঘটিয়াছে। অন্য কথায়, মৃত্যু-সংখ্যা সম্বন্ধে আশ্চর্য্য প্রকাশ

করা হয়—যাহারা বাঁচে তাহাদের সম্বন্ধে আশ্চর্য্য প্রকাশ করা হয় না।

কারণ, ইহা সাধারণ কথা। সকল লোক কখনো মরে না। কোন না কোন অংশ নিশ্চিতই জীবিত থাকে। সমগ্র জনপদ ধ্বংস হইতে কেহ কখনো দেখে নাই। হইতে পারে, কোন কোন জন পদ উৎসন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার কারণ তত্রত্য সমগ্র অধিবাসীদের প্রাণহানি বশতঃ নয়। উৎসন্ন হওয়ার কারণ পঞ্চাস, ষাঠ কি সত্তর ব্যক্তির মৃত্যু হওয়ায় অবশিষ্ট অধিবাসিগণ—ভীত বিহ্বল হইয়া পলায়ন করে।

বাটালার ২।৩ মাইল দূরে একটি গ্রামে ছিল। প্লেগের আক্রমণে ইহা সম্পূর্ণ জনশূন্য হইয়াছে। এই গ্রামেও প্রত্যেক ব্যক্তিই মরে নাই। অনেকে মরে এবং অনেকেই পলায়ন করে। কিন্তু, কোন গ্রামের সকল অধিবাসীই প্রাণত্যাগ করে, এরূপ কোন দৃষ্টান্ত অন্ততঃ আমি জানি না। যদি কুত্রাপি এরূপ হইয়াও থাকে, তবে তাহা অতি বিরল।

ভূমি-কম্পেরও ইহাই কথা। অধিকাংশ ভূমি-কম্পেই সকলেই বিধ্বস্ত হয় না। কতক প্রাণত্যাগ করে, কতক রক্ষা পায়। কোয়েটার ভূমিকম্প অত্যন্ত ভীষণ ছিল। তবু, কতক লোক রক্ষা পাইয়াছে। বিহারের ভূমিকম্প সাংঘাতিক ছিল। ইহাতেও কোন কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণই নিরাপদে ছিল। হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) সময়েও যে ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে কাঙ্গারায় কেবল মাত্র ২০,০০০ হাজার ব্যক্তি ধ্বংস হয়। কোন কোন স্থানে শতকরা ৭০ জন ব্যক্তি পর্য্যন্ত ধ্বংস হয়, কিন্তু শতকরা ৩০ জন তবুও রক্ষা পায়।

সুতরাং, এই প্রকার আজাব নবীগণের উপস্থিতিতে বরং তাঁহাদের সম্মুখেই উপস্থিত হইতে পারে। ইহাতে আল্লাহ-তা'লা নবী উপস্থিত কি উপস্থিত নহেন—এবিষয়ের কোন তারতম্য করেন না। অবশ্য, নবীগণও তাঁহাদের জমাতকে বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলা সংরক্ষা করেন।

দৃষ্টান্তস্থলে, ভূমিকম্প হইলে পর আল্লাহ-তা'লা কাদিয়ানকে ইহার কুফল হইতে অনেকটা নিরাপদ রাখেন। কিন্তু, লাহোর ও অমৃতসহরে বহু লোকক্ষয় হয় এবং শত শত অট্টালিকা ভূমিস্মাৎ হয়। কাদিয়ানকে এইরূপ ধ্বংসলীলা হইতে নিরাপদ রাখেন। অগ্র-পশ্চাৎ চতুর্দ্দিকে ভূমিকম্প হয়, কাদিয়ানেও হয়। কিন্তু, এইস্থান অনেকখানি নিরাপদ থাকে।

সেইরূপ, প্লেগ সম্বন্ধে আল্লাহ্-আ'লার এই প্রতিশ্রুতি ছিল না যে, কাদিয়ান ইহার আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণ রক্ষা পাইবে, বরং প্রতিশ্রুতি ছিল কাদিয়ান বহুটা নিরাপদ থাকিবে এবং আহমদীগণ আক্রমণ হইতে বহুলাংশে নিরাপদ থাকিবে এবং কাদিয়ান অনেকটা রক্ষা পাইবে।

ফলে, তাহাই হয় চতুঃপার্শ্বের গ্রাম সমূহে প্লেগ কর্ত্তৃক বহু প্রাণহানী হয়। কোন কোন গ্রামে ৪০।৫০ ব্যক্তি মরে। এমন কি, আমি বলিয়াছি যে, একটি গ্রামে সম্পূর্ণ উৎসন্ন হয়। কিন্তু, কাদিয়ানে ইহা এমন আক্রমণ করে নাই, যাহাতে হইচই পড়িয়া যায়। খুব বেশী, এখানে শতকরা এক কিম্বা দুইটি মৃত্যু ঘটে।

সেইরূপ, রসুল করীমের (সাঃ) জমানায় কুফ্‌ফারের প্রতি তরবারী যোগে 'আজাব' আসে। তাহাতে কোন কোন মোসলমানও প্রাণত্যাগ করেন। প্রভেদ ছিল, কুফ্‌ফারদের ধ্বংস সংখ্যা অত্যধিক ছিল এবং মোসলমানগণ অল্প ক্ষতিগ্রস্ত হন। তারপর, কোফ্‌ফারগণ পরাজিত হয়। মোসলমানদিগকে খোদা-তা'লা জয়ী করেন, অর্থ দেন, সম্মানিত করেন। পরিশেষে, তাঁহারা জয়লাভ করিয়া সাফল্যের সহিত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সুতরাং, কোফ্‌ফারদের শুধু ক্ষতিই ক্ষতি হয়। মোসলমান গণের লাভ হয় অনেক, যদিও তাঁহাদের কিয়ৎ ক্ষতিও হইয়াছিল। এই নিমিত্তই এরূপ অবস্থায় নবীগণের জমাত যে বিপদাপন্ন হয়, তাহা 'আজাব' বলিয়া অভিহিত হয় না। কারণ, 'আজাব' ধ্বংস আনয়ন করে। এস্থলে ৪।৫ জন মোসলমানের মৃত্যু ঘটিয়া থাকিলেও ইহার ফলে মোসলমানগণ মহাবিজয় লাভ করেন। সুতরাং পাঁচ সাত ব্যক্তির মৃত্যু ক্ষতি নয়, বরং তাহা বিজয়ের কারণ বটে। কারণ, তাঁহাদের কোরবানীর ফলে মোসলমানগণের মান সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় এবং তাঁহারা কোফফারদের উপর প্রাধান্য ও শক্তি লাভ করেন।

সেইরূপ, হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) জমানায় প্লেগ উপস্থিত হয়। কোন কোন আহমদীও প্লেগে প্রাণত্যাগ করেন। কাদিয়ানেও ২।১ জন আহমদী প্লেগে 'শহীদ' হন, যদিও কেহ কেহ সন্দেহ করেন এবং বলেন যে, তাঁহাদের প্লেগ হয় নাই, অন্য কোন রোগ হইয়াছিল। কিন্তু, যাহাই হউক যদি ইহা স্বীকার করিয়াও নেওয়া হয় যে, তাঁহারা প্লেগে প্রাণত্যাগ করেন, কিন্তু ইহার মোকাবিলা ৩।৪ বৎসরে শত শত অন্যান্য ব্যক্তির মৃত্যু হয়। বাহিরেও এমনি হয়। আহমদীগণের মৃত্যু সংখ্যা অত্যল্প ছিল। অন্যান্য ব্যক্তির মৃত্যু সংখ্যা লক্ষ লক্ষ পর্য্যন্ত পৌঁছে।

তারপর, ইহাও দেখিতে হইবে যে, ৮।১০ বৎসরের মধ্যে এক শত কি দেড় শত আহমদী প্লেগে প্রাণত্যাগ করিলেও প্লেগের ফলে কত ব্যক্তি আহমদীয়ত গ্রহণ করে। নিশ্চিতই এমন সহস্র সহস্র ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা প্লেগের ফলে আমাদের জমাতে যোগদান করেন। তাঁহাদের আহমদীয়ত গ্রহণ করিবার জন্য প্রেরণা জন্মায় এই চিহ্ন—যাহা প্লেগ আকারে পৃথিবীতে প্রকাশ পায়।

চতুর্দ্দিক হইতে মৃত্যু বিভিষিকা সন্দর্শন পূর্ব্বক তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, হজরত মির্জা সাহেবের (আঃ) ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণ হইয়াছে। 'বয়েত' হওয়া তাঁহারা জরুরী মনে করিলেন। তাঁহারা তাঁহার নিকট 'বয়েত' হইলেন। ফলে, তখন এত অধিক সংখ্যক বয়েতের পত্র আসিত যে, প্রত্যেক ডাকে ৭০।৮০ বরং ১০০।১৫০ ব্যক্তি বয়েতের পত্র থাকিত।

হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) বলিতেন যে, আমাদের জমাতে দুই প্রকার লোক আছেন। এক প্রকার ব্যক্তিগণ সম্যক নিদর্শন সমূহ সন্দর্শন পূর্ব্বক আহমদী হন। এক অন্য প্রকার ব্যক্তিগণ **প্লেগের আহমদী**—তাঁহারা কেবল মাত্র প্লেগ সম্বলিত নিদর্শন দেখিয়াই আহমদী হন। তিনি আরো বলিতেন যে, প্লেগের আহমদীগণের সংখ্যা অন্যান্য সকল নিদর্শন দেখিয়া যাঁহারা আহমদী হন, তাঁহাদের চেয়ে সংখ্যায় অধিক ছিল।

এখন বল, আমাদের জমাতে যদি ৮।১০ বৎসরে ১০০।১৫০ ব্যক্তি প্লেগে মরিয়াও থাকে, তবে ইহাতে আহমদীদের ক্ষতি কি হইয়াছে?

সুতরাং, যে সকল আহমদী প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি না যে, তাঁহারা 'আজাব' কর্ত্তৃক বিনষ্ট হন, বরং আমরা বলিব, 'সুন্নতুল্লাহ' বা ঐশী প্রথানুযায়ী কোন মহামারীর ফলে যে স্থলে অপর ব্যক্তিরা প্রাণত্যাগ করে, সেখানে কোন কোন আহমদীরও প্রাণ বিয়োগ হয়।

প্লেগে বিনষ্ট হওয়াকে গয়ের আহমদীদের 'আজাব' বলিব। কারণ, তাহারা মরেও অনেক, তারপর তাহাদের ব্যক্তিগণও বিচ্ছিন্ন হইয়া আমাদের সহিত যোগাদান করেন। অন্য কথায়, দুই ভাবে তাঁহারা ধ্বংস হয় এবং আমরা দুই ভাবে উপকৃত হই। তাহাদের মানুষ অধিক মরে। তারপর, যাহারা জীবিত ছিল তাহাদের মধ্য হইতেও বহু ব্যক্তি আমাদের সহিত যোগদান করে। আমাদের মরেও কম এবং আমাদের জমাতের লোক সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি হয়।

সুতরাং, আহমদীগণের মৃত্যু এক প্রকার 'এবতেলা' (পরীক্ষা) ছিল। অন্যান্যদের মৃত্যু আজাব ছিল। বস্তুতঃ এই প্রকার আজাব নবীগণের উপস্থিতিতে আসিতে পারে।

অবশ্য, অন্য এক প্রকার 'আজাব' আছে। তাহা নবীগণের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারে না অর্থাৎ যখন সমস্ত জনপদ ধ্বংস করা উদ্দেশ্য হয় যেমন, হজরত নূহের সময় তুফান সম্বলিত 'আজাব' তখন খোদাতা'লার উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তিনি এবং তাঁহার জমাত ব্যতীত যত লোক আছে তাহাদের সকলকেই জলমগ্ন করা। আল্লাহতা'লা ইহার জন্য ব্যবস্থা করেন যে, হজরত নূহ (আঃ) একটি 'তরী' নির্ম্মাণ করিবেন। ইহা আরোহণপূর্ব্বক তিনি ও তাঁহার সঙ্গীগণ রক্ষা লাভ করেন। অন্য সকলেই জলমগ্ন হয়।

সেইরূপ, হজরত ইয়ুনুসের (আঃ) জাতির প্রতি 'আজাব' উপস্থিত হয়। তখন আল্লাহ্‌তা'লা ইহাই ফয়সলা করেন যে, সকলকেই ধ্বংস করা হইবে। এইজন্য আল্লাহ্‌-তালা হজরত ইয়ুনুসকে (আঃ) সেই স্থান পরিত্যাগ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। যদিও, অতঃপর, তাহারা 'তাওবা' করিবার ফলে খোদা-তা'লার 'আজাব' হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, কিন্তু ঐশী-সিদ্ধান্ত ইহাই ছিল যে, 'আজাব' অবতীর্ণ হইলে তাহাদের সকলকেই বিধ্বস্ত করা হইত। এইজন্য আল্লাহ-তা'লা হজরত ইয়ুনুসকে (আঃ) সেখান হইতে চলিয়া যাওয়ার আদেশ প্রদান করেন।

সেইরূপ, লুথ আলায়হেস্‌-সালামকে আল্লাহ-তা'লা তাঁহার বাস-ভূমি পরিত্যাগ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। কারণ লুথ আলায়হেস্‌-সালামের সমগ্র বস্তি সম্বন্ধে আল্লাহ্‌-তা'লার ফয়সলা ছিল তাহাকে উল্টাইয়া দিতে হইবে এবং সেখানে একজনও বাঁচিবে না।

সুতরাং, যখন সেই 'আজাব' উপস্থিত হয়, যাহাতে শুধু নবী ও তাঁহার জমাতই মাত্র রক্ষা লাভ করিবেন এবং অন্যান্য সকলেই বিধ্বস্ত হইবে, তখন নবী ও তাঁহার জমাতকে পৃথক সরাইয়া নেওয়া হয়। ইহার ফলে, বাকী যত লোক থাকে, তাহারা সকলেই বিধ্বস্ত হয়।

একটি আপত্তির উত্তর

কেহ বলিতে পারে, এরূপ স্থলেও খোদাতা'লার কি প্রয়োজন যে, তিনি নবীগণকে অন্যত্র যাওয়ার জন্য আদেশ প্রদান

করেন? তিনি অন্যান্যগণের মধ্যে রাখিয়াও তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন।

কিন্তু, স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা আল্লাহ্-তা'লার চিরাচরিত প্রথা—সুন্নত ও তাঁহার বিধানের বিরোধী। খোদা-তা'লা এরূপ করিলে ব্যাপার কিরূপ দাঁড়াইত? দৃষ্টান্ত-স্থলে, হজরত লুথ (আঃ) ও তাঁহার সঙ্গিগণ স্বীয় বাস-ভূমিতে অবস্থান করিলে এবং তদবস্থায় 'আজাব' আসিলে আল্লাহ্-তা'লা অন্যান্য ব্যক্তিগণকে ধ্বংস করিবার জন্য ত ভূমি উল্টা করিয়া দিতেন এবং কোটি কোটি মণ মৃত্তিকা তাহাদের প্রতি নিপতিত করিয়া তাহাদিগকে নিধন করিতেন। যত বৃক্ষ ছিল সব ভূগর্ভে গমন করিত। যত বাগান ছিল সব ধ্বংস হইত। যত কূপ ছিল সব নষ্ট হইত। যত বাড়ী ঘর থাকিত সব বিধ্বস্ত হইত। কিন্তু, যে মাটি চাপে পড়িয়া অন্যান্য লোকগণ ধ্বংস হয়, হজরত লুথ (আঃ) ও তাঁহার সঙ্গিগণের উপর পতিত হইলে তাঁহারা ভাবিতেন যে, তূলা উড়িয়া আসিতেছে!

হজরত নূহের (আঃ) জামানায় যখন তুফান আসে, তখন শত শত মাইল জলে প্লাবিত হয়। ঘর বাড়ী সব জলমগ্ন হয়। বৃক্ষের উপরে পর্য্যন্ত জল পৌঁছে। কিন্তু, সেই জল হজরত নূহের (আঃ) ও তাঁহার সঙ্গিগণের নিকট পৌঁছিয়া সেখানে একটি চক্রাকার ধারণ করিত, তাঁহারা স্থলেই থাকিতেন।

এক দিকে কয়েক শত ফুট উচ্চ জলরাশি প্রাচীরের ন্যায় থাকিত; (কারণ, কোরান করীম হইতে জানা যায় যে, এই তুফান পাহাড়ের শৃঙ্গ সমূহ পর্য্যন্ত উপনীত হইয়াছিল) এবং মাঝখানে ১০ ফিট পরিমিত স্থান শূন্য থাকিত। তন্মধ্যে হজরত নূহ (আঃ) তাঁহার সঙ্গিগণ থাকিতেন।

অথবা ব্যাপার এই দাঁড়াইত যে, তুফান সর্ব্বত্রই হইত, কিন্তু হজরত নূহ ও তাঁহার সঙ্গিগণ স্থলের ন্যায় জলে তেমনি চলাফেরা করিতেন। জলেও তাঁহাদের আসবাব-পত্র স্থলের ন্যায়ই নিরাপদ থাকিত।

অথবা ব্যাপার এরূপ দাঁড়াইত। তাঁহাদের গৃহাদি জলে সন্তরণ করিত। তাঁহারা বেশ গৃহে বসা থাকিতেন।

কিন্তু এইরূপ **'মোজেজা'** খোদাতা'লা কখনো প্রদর্শন করেন না। কারণ, এভাবে শুধু তাঁহার কানুনেরই অবমাননা হয় না, বরং ইহার ফলে 'গয়েবের' (অদৃশ্যময়) সেই পর্দ্দাও লোপ পায়, যাহা **ইমানের ব্যাপারে** বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন।

সুতরাং, যখনই এরূপ 'আজাব' আসে, আল্লাহতা'লা তাঁহার নবীগণকে পৃথক সরাইয়া নেন। যেমন, আল্লাহ্ তা'লা হজরত লুথকে (আঃ) বলিয়াছিলেন, "এই স্থান পরিত্যাগ কর।" তিনি প্রস্থান করিবার পর সেই স্থান বিধ্বস্ত করা হয়। কারণ, তখন সেই জাতির প্রতি এমন এক 'আজাব' অবতীর্ণ হওয়ার ছিল, যাহা **নবীর উপস্থিতে** অবতীর্ণ হওয়ার ছিল না। যে অর্থ আমি করিয়াছি তাহা সম্পূর্ণ ঠিক ও তাহা ঘটনা অনুযায়ী। কিন্তু, আলোচ্য আয়েতের এই অর্থও হইতে পারে না। কারণ, রসুল করীমের (সাঃ) উপস্থিতিতে কিম্বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে মক্কায় তেমন কোন 'আজাব' আসে নাই, যাহার ফলে, নাউজুবিল্লাহ, ইহা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়, বরং এবম্প্রকার 'আজাব' মক্কা সম্বন্ধে সম্ভবপরও নহে।

কারণ, মক্কা সম্বন্ধে আল্লাহ্-তা'লার 'ওয়াদা' এই যে, ইহার সম্মান সদা অক্ষুণ্ণ রাখা হইবে এবং সেখানে হাজীগণ সর্ব্বদাই হজের জন্য যাইবে। (সুতরাং), খোদা-তা'লা لله ما كان ليعذبهم وانت فيهم বলায় একই মাত্র 'আজাব' এমন ছিল, যাহা নবীর অনুপস্থিতে আসিতে পারিত, কিন্তু সেই 'আজাব' এমন যে, মক্কায় তাহা কোনরূপেই আসিতে পারে না। কারণ, ইহার 'হেফাজত' সম্বন্ধে খোদা-তা'লা প্রথমতঃ ইব্রাহীম (আঃ) এবং পরে রসুল করীম দ্বারা 'ওয়াদা' করিয়াছেন।

সুতরাং এই আয়েতে এরূপ 'আজাব' সম্বন্ধে উল্লিখিত হয় নাই, যাহা নবীর উপস্থিতিতে আসিতে পারে, কারণ, এরূপ 'আজাব' রসুল করীম (সাঃ) উপস্থিতিতে মক্কাবাসীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়। তারপর, ইহাতে এরূপ 'আজাব' সম্বন্ধে ও উল্লিখিত হয় নাই, যাহা নবীর উপস্থিতে আসিতে পারে না—অর্থাৎ এমন 'আজাব' যদ্বারা কুফ্ফার এবং তাহার বাস-ভূমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়। কারণ, এইরূপ ধ্বংস লীলা মক্কায় কদাচ উপস্থিত হইতেই পারিত না। অতএব, প্রশ্ন উঠে, তবে আয়েতের অর্থ কি হইতে পারে?

এই প্রশ্ন অত্যন্ত গুরু। ইহা সেই সকল প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত, যাহা কোরান করীম সম্বন্ধে যাঁহারা গভীর ভাবে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত, শুধু তাঁহাদের মনে জাগিতে পারে। আমার মনেও এই প্রশ্নোদয় হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, আজাবের যে দুইটি প্রকার আছে, তন্মধ্যে কোন একটির প্রতিও এই আয়েত প্রযোজ্য নয়। কারণ 'ব্যক্তিগত আজাব, কিম্বা এমন 'আজাব' যাহাতে সমগ্র জাতি বা বাস-ক্ষেত্র বিধ্বস্ত হয় না, তাহা এই আয়েত

না বুঝাইবার কারণ তদ্রূপ 'আজাব' মক্কাবাসিগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং রসুল করীম (সাঃ) তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। অথচ খোদা বলিতেছেন যে, রসুল করীমের (সাঃ) উপস্থিতিতে তাহাদের প্রতি 'আজাব' আসিতে পারে না।

তারপর, সেই 'আজাব'ও বুঝায় না, যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কোন জাতির প্রতি অবতীর্ণ হয়, যদ্দারা খোদাতা'লা সমগ্র সহর ও জাতি বিধ্বস্ত করেন, কারণ, **মক্কার পবিত্রতা** এই দাবী করে যে, সেখানে এমন 'আজাব' আসিবে না। তারপর, খোদা-তা'লার অঙ্গীকার এই যে, তিনি মক্কা কিয়ামত পর্য্যন্ত সম্মান সহ কায়েম রাখিবেন। ইহা একথার নিশ্চিত প্রমাণ যে, তদ্রূপ আজাব মক্কায় আসিতে পারে না—রসুল করীম (সাঃ) ইহাতে বিদ্যমান থাকিতেও নয় এবং তিনি বিদ্যমান না থাকিলেও নয়। কারণ মক্কা খোদার ফজলে কখনো ধ্বংস হওয়ার নহে।

এসম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী কিতাব সমূহেও **ভবিষ্যদ্বাণী** বিদ্যমান। স্বয়ং রসুল করীমের (সাঃ) জন্ম গ্রহণের ঠিক সন্নিকট কালে আল্লাহ্‌-তা'লা মক্কা নিরাপদে রাখেন। ইহাও এই ভবিষ্যদ্বাণী ও অঙ্গীকার অনুযায়ী ছিল।

ইহা দ্বারা আমি আব্রাহার আক্রমণকে মনে করিতেছি। সে যখন আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে আগমন করে, কাহারও মতে তখন রসুল করীম (সাঃ) জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ৪০।৫০ দিনের মাত্র ছিলেন এবং কাহারও মতে তিনি তখনও জন্ম গ্রহণ করেন নাই। যাহা হউক, তখন তাঁহার নবুওতের জমানা ছিল না। 'সুরাহ ফীলে' আল্লাহ্‌ তা'লা এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। আব্রাহা সৈন্য বল সহ আগমন করিলে আল্লাহ্‌-তা'লা তাহার প্রতি 'আজাব' অবতীর্ণ করিল। তাহার সৈন্য বাহিনীতে বসন্ত রোগ দেখা দেয়। কিয়দ্দিবসের মধ্যেই সহস্র সহস্র ব্যক্তির মৃত্যু হয়। তাহারা 'মোশরেক'—অংশীবাদী জাতি ছিল। মৃত্যুর আধিক্য দেখিতে পাইয়া তাহারা পলায়ন করে। তাহাদের সহস্র সহস্র শব সেখানে পড়িয়া থাকে। তাহাদের মাংস চিল ও শুকুনেরা কঙ্কর ও প্রস্তরে নিক্ষেপ করতঃ ভক্ষণ করে।

কোরান করীমে হজরত ইব্রাহীম (আঃ) সহযোগে এই সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে, **মক্কা কখনো ধ্বংস হইবে না**। সর্ব্বদা কায়েম থাকিবে। এখন যে স্থান সম্বন্ধে হজরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেন যে, সেখানে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিবে এবং যে স্থান সম্বন্ধে নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, তাহা কখনো বিনষ্ট হইবে না—সেই স্থানে যেহেতু সেই 'আজাব' আসিতেই পারে না, যাহা নবীগণের অনুপস্থিতিতে আসিয়া থাকে, অতএব প্রশ্ন হয় এই আয়েতের অর্থ কি?

একটি ভবিষ্যদ্বাণী

এই প্রশ্ন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মনঃপটে আরো একটি বিষয় উপস্থিত হয় সেই বিষয়টি এই :—

আচ্ছা, ইহা দ্বারা এমন কোন 'আজাব' ত বুঝায় না, যাহার সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, মক্কাবাসীগণের প্রতি তাহা তখন পর্য্যন্ত অবতীর্ণ হইতে পারে না যে পর্য্যন্ত আঁ-হজরত (সাঃ) তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকেন।

ইহা জানিবার নিমিত্ত যে সকল আয়েত আমি এখন পাঠ করিয়াছি, তৎ-সম্বন্ধে চিন্তা করিলে আমরা তন্মধ্যে এবিষয়ের ইঙ্গিত পাই। আল্লাহ্‌-তা'লা বলেন, واذ يمكر بك الذين كفروا "সেই সময় সম্বন্ধে স্মরণ কর, যখন মক্কার কাফেরগণ তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিল," ليثبتوك "যেন তোমাকে কারারুদ্ধ করে,' ويقتلوك। "যেন তাহারা তোমাকে হত্যা করে" ويخرجوك। "কিম্বা তোমাকে সহর হইতে বাহির করিয়া দেয়।"

এই তিন প্রকার ষড়যন্ত্র মক্কার কাফেরগণ রসুল করীমের (সাঃ) বিরুদ্ধে করিতেছিল। হয় ত তাহারা তোমাকে কারারুদ্ধ করিবে, কিম্বা হত্যা করিবে, কিম্বা দেশত্যাগী করিবে। যদি তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিত তবু তিনি মক্কায়ই থাকিতেন। যদি তাঁহাকে হত্যা করা হইত, তবে রসুল করীম (সাঃ) পৃথিবীতে কুত্রাপি থাকিতেন না—তিনি মক্কাতেও নয়, অন্য কোথাও নয়। ইহা হইলে তিনি পরলোক গমন করিতেন।

অবশ্য, তৃতীয় বিষয় তাহারা তাঁহাকে মক্কা হইতে তাড়াইয়া দেয় এবং তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অন্যত্র যাইতে হয়। এমতাবস্থায়, অবশ্য, মক্কাবাসীদের প্রতি সেই আজাব আসিতে পারিত, যাহা তখন অবতীর্ণ হওয়া নির্দ্ধারিত ছিল, যখন রসুল করীম (সাঃ) তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকিবেন না।

আল্লাহ্‌-তা'লা বলেন, তাঁহার কোন কোন **ভবিষ্যদ্বানীতে** এই সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছিল যে, লোকেরা আঁ-হজরতকে (সাঃ)

মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিবে। তাই, কারারুদ্ধ কিম্বা হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র খোদা-তা'লার উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার ছিল না। স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবার ষড়যন্ত্র এমন ছিল, যদ্বারা আল্লাহ্-তা'লার ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণ হইতে পারিত।

হত্যা করিলে সেলসেলাই পণ্ড হইত। সে উদ্দেশ্য সফল হইত না, যে উদ্দেশ্যে খোদা তাঁহাকে প্রেরণ করেন। যদি কারারুদ্ধ করিত, তবে তিনি মক্কাতেই অবস্থান করিতেন—মক্কার বাহিরে যাইতেন না।

শুধু একটি মাত্র পন্থাই ছিল, যদ্বারা খোদা-তা'লার ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণ হইত। ইহা তাঁহাকে মক্কা হইতে বহিষ্কৃত করা। খোদা-তা'লা বলেন, ويمكرون ويمكر الله "তাহারা ষড়যন্ত্র করিতেছিল তোমাকে হত্যা করিবার, বন্দী করিবার, কিম্বা এখান হইতে তাড়াইবার। খোদা-তা'লার তদ্বীর তাহাদিগকে যে দিকে পরিচালিত করিতেছিল, তাহা ছিল এই যে, তাহাদের প্রথম দুইটি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয় এবং শেষোক্ত ষড়যন্ত্র কার্য্যকরী হয়—তাঁহারা তাঁহাকে মক্কা হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য করে। তারপর, খোদা-তা'লা বলেন, والله خير الماكرين "পরিশেষে আল্লাহ্‌র তদ্বীরই বলবৎ হইল এবং তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিবার কিম্বা বন্দী করিবার ষড়যন্ত্র কার্য্যে পরিণত করিতে পারে নাই—যদিও তাহা করা তাহাদের পক্ষে সহজ ছিল।"

তাহাদের সকল প্রচেষ্টার ফল দাঁড়াইল রসুল করীম (সাঃ) মক্কা হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি মক্কা হইতে চলিয়া যাওয়ায় কাফেরগণ প্রফুল্ল হইল। তাহারা ভাবিল, বেশ ভাল হইয়াছে। বিপদ গিয়াছে। তাহারা ষড়যন্ত্র বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছে। আরো ভাবিল যে, তাহারা তাঁহাকে বধ করিতে চাহিয়াছিল। ইহা হয় নাই। তাহারা তাঁহাকে বন্দী করিতে চাহিয়াছিল। তাহাও হয় নাই। তাহারা চাহিতেছিল, তাঁহাকে সহর হইতে বহিষ্কৃত করিতে, যেন যুবকেরা তাঁহার দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয় এবং বাহির হইতে যে সব হাজী আসে তাহারা তাঁহার ভাবাক্রান্ত না হয়। তাহাদের এ উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে।

কিন্তু, আল্লাহ্‌তা'লা জানিতেন যে, তাহাদের সন্তোষ বৃথা এবং তাহারা, প্রকৃত-পক্ষে, তাঁহার ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণ হওয়ার আয়োজন করিয়াছে মাত্র। কোরান করীমে খোদাতা'লা অন্যত্র বলিয়াছেন :—

ان الذى فرض عليك القرآن لرادك الى معاد (قصص ع ٩)

অর্থাৎ, "আমার নিজের স্বত্তার দিব্য, যিনি তোমার প্রতি কোরানের আদেশ-নিষেধ অবশ্য পালনীয় করিয়াছেন, এক দিন আবার তোমাকে বিশ্ববাসীর কেন্দ্র অর্থাৎ মক্কায় ফিরাইয়া আনিবেন।"

'সুরাহ্ কাসাস' মক্কায় অবতীর্ণ সুরাহ্। সুতরাং, এই আয়েতে প্রথমতঃ হিজরত এবং পরে মক্কায় বিজয়ীবেশে আগমন সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

সেইরূপ, 'সুরাহ্ বালাদে' আল্লাহ্‌তা'লা বলেন :—

لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد (سورة بلد ع ١)

—অর্থাৎ, "কাফেরগণ তাহাদের অঙ্গীকারে ঠিক নয়। ইহার প্রমানার্থে আমি সাক্ষী-স্বরূপ উপস্থিত করিতেছি মক্কা নগরী। তুমি আবার এই নগরীতে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করিবে।"

এই সমস্ত আয়েত দ্বারা হিজরত ও পরে আবার রসুল করীমের (সাঃ) মক্কায় প্রবেশ প্রতিপন্ন হয়। এতদ্‌ব্যতীত, আরো কতিপয় আয়েত এ বিষয়ের প্রতি নির্দ্দেশ করে। প্রাচীন গ্রন্থ সমূহেও এই ভবিষ্যদ্বানী বিদ্যমান। দৃষ্টান্তস্থলে, 'যিশইয়', ২১ অধ্যায়ে লিখিত আছে :—

"আরব বিষয়ক ভারবাণী। হে দাদানীয় পথিকদল-সমূহ, তোমরা আরবের বনের মধ্যে রাত্রি যাপন করিবে। তোমরা তৃষিতের কাছে জল আন; হে টেমাদেশবাসীরা * তোমরা অন্ন লইয়া পলাতকদের সহিত সাক্ষাৎ কর। কেননা তাহারা খড়্গের সম্মুখ হইতে, নিষ্কোশিত খড়্গের, আকর্ষিত ধনুর ও ভারী যুদ্ধের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল। বস্তুতঃ, প্রভু আমাকে এই কথা কহিলেন, বেতনজীবীর বৎসরের ন্যায় আর এক বৎসরকাল মধ্যে কেদরের † সমস্ত প্রতাপ লুপ্ত হইবে; আর কেদরবংশীয় বীরগণের মধ্যে অল্প ধনুর্দ্ধর মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, কারণ সদা-প্রভু, ইস্রাইলের ঈশ্বর, এই কথা বলিয়াছেন।" (১৩—১৭ পদ)

---

* 'টেমা' বা 'তিবা' 'ইয়সরাব্' বা মদিনার নামান্তর মাত্র—অনুবাদক।

† 'কেদর' কোরায়েশদের পূর্ব্ব-পুরুষের নাম—অনুবাদক।

এই ভবিষ্যদ্বানীতে **হিজরত এবং বদর যুদ্ধের চিত্র** অঙ্কিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, রসুল করীমের মক্কা হইতে হিজরত করিয়া মদিনা যাওয়ার সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। তারপর, বলা হইয়াছে যে, ইহার এক বৎসর পর তাঁহার ও তাঁহার শত্রুদের মধ্যে যুদ্ধ হইবে। তাহাতে শত্রুরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিবে। যাহারা হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ্ (সাঃ) পলায়ন করিয়াছিলেন বলিয়া অপবাদ করিত, সৈন্য সামন্ত সমক্ষে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে। সৈন্যাধ্যক্ষ ও সেনানীদের মৃত দেহ সমূহ যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া থাকিবে। পরিশেষে, মক্কাবাসীরা তাহাদের সেনাপতি দিগকে হারাইয়া তাহাদের পূর্ব্ব প্রভাব প্রতাপহীন হইয়া পড়িবে।

সেইরূপ, তৌরাতেও এই ভবিষ্যদ্বানী ছিল যে, মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ) মক্কা হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার পরে আবার বিজয়ী-বেশে মক্কায় প্রবেশ করিবেন। দৃষ্টান্ত-স্থলে, 'গণনা পুস্তক, দ্বিতীয় বিবরণ, ৩৩ অধ্যায়ে লিখিত আছে :—

'পারণ (ফারাণ) পর্ব্বত হইতে তিনি আপন তেজ প্রকাশ করিলেন এবং দশ সহস্র সাধু * সহ তিনি আগমন করিলেন; তাহাদের জন্য তাঁহার দক্ষিণ হস্তে অগ্নিময় ব্যবস্থা ছিল।' (২য় পদ)

ফারাণ পর্ব্বত মক্কার পার্শ্ববর্ত্তী পাহাড়ের নাম। ফারাণ অর্থে মক্কাভূমি বুঝায়। সুতরাং, এই ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হইয়াছে যে, মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) দশ সহস্র সৈন্যগণ সমেত মক্কায় প্রবেশ করিবেন। যে তাঁহার দক্ষিণ হস্তে 'জলন্ত শরীয়ত' (ধর্ম্ম ব্যবস্থা) থাকিবে।

'জলন্ত শরীয়ত' অর্থ 'অন্তর-বিশুদ্ধকারী শরীয়ত'ও হইতে পারে। অর্থাৎ, মক্কাবাসিগণ যখন ঐশী অনুকম্পা-সমাচার কোরানের শাসন অস্বীকার করিবে, বরং তাহা মূলোৎপাটন করিতে চেষ্টা করিবে, তখন আবার আল্লাহতা'লা মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) হস্তে **'অগ্নিময় ব্যবস্থা'** অর্থাৎ তলোয়ার প্রদান করিবেন। পরিশেষে মক্কাবাসিগণ তরবারীর সম্মুখে মস্তক নত করিবে।

এই সকল তবিষ্যদ্বাণী দ্বারা জানা যায় যে, মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কা হইতে প্রস্থান করিবার পর মক্কা-বাসীদের প্রতি এই 'আজাব' অবতীর্ণ হইবে। তাহাদের আধিপত্য বিনষ্ট হইবে এবং তাহাদের বড় বড় নেতাগণের জীবন সাঙ্গ হইবে।

আমার মতে ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم আয়েতে ইহারই প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন যে, কোফ্‌ফার মোহাম্মদ রসুলুল্লাহকে (সাঃ) বহিষ্কৃত করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিল। তাহারা মনে করিতেছিল যে, তাহারা মোহাম্মদ রসুলুল্লাহকে (সাঃ) মক্কা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া তাঁহার লাঞ্ছনার একশেষ করিয়াছে (নাওজু-বিল্লাহ)। কিন্তু তাহারা, প্রকৃত-পক্ষে, নিজের পায়েই কুঠারাঘাত করিয়াছে এবং তাহাদের জন্য 'আজাবের' পথ প্রসারিত করিয়াছে। ফলে, প্রথমতঃ ইহা প্রকাশ পায়, আবুজেহেলের বদ-দোয়ায় যাহা এই আয়েতে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এবং সেই দোয়া পূর্ণ হওয়ায়। বাকী পরে প্রকাশ পাইবে।

বাইবেলে যে ভবিষ্যদ্বানী আছে, তাহাতেও, 'পলাতক' শব্দ আছে। যেখানে অন্যায় অত্যাচার হয় এবং শান্তি ও নিরাপদে বাস করা যায় না, সেখান হইতেই পলায়ন করা হয়। তারপর, ঋক বেদেও এই ভবিষ্যদ্বানী করা হয়। যে, দুই জন পলাতক পলায়ন করিবে, ঈশ্বর তাঁহাদের রক্ষনাবেক্ষন করিবেন। ইহারও অর্থ রসুল করীম (সাঃ) এবং হজরত আবুবকর (রাঃ)।

বস্তুতঃ, বিবিধ গ্রন্থে এই ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যায়, একজন মহানবী আবির্ভূত হইবেন। তৌরাতে ত "আরব" নামই উল্লিখিত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, সেই নবী আরবে আবির্ভূত হইবেন। তারপর, তাঁহার নগরবাসীরা তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিবে এবং তথা হইতে তাহাকে পলায়ন করিতে হইবে।

এই ভবিষ্যদ্বানী সম্বন্ধে আরো সাক্ষ্য আছে। রসুল করীমের (সাঃ) প্রতি প্রথম 'অহি' অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। হজরত খাদিজার (রাঃ) নিকট তিনি ইহা উল্লেখ করেন। তিনি তাঁহাকে তাঁহার চাচাত ভাই **ওরকা-বিন্-নোকেলের** নিকট লইয়া যান। ওরকা নবীগণের গ্রন্থ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার নিকট অবস্থা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত হজরত খাদিজা (রাঃ)

---

* প্রকাশ থাকে যে, বাঙ্গলা বাইবেলে ইহা বিকৃতভাবে বর্ণিত আছে। বেপ্টাইষ্ট মিশনারী সোসাইটী হইতে ১৯২৮ সনে প্রকাশিত পঞ্চদশ সংস্করণ বাঙ্গালা বাইবেলে লিখিত আছে, "অযুত অযুত পবিত্রের নিকট হইতে আসিলেন।" অথচ আমরা ইংরাজী বাইবেলে লণ্ডন, বৃটিশ এবং বিদেশীয় বাইবেল সোসাইটী হইতে মহামান্য সম্রাটের আদেশে পুনর্লিখিত Revised version দেখিতে পাই, সেখানে লিখিত আছে, "and he came with ten thousand saints" তারপর, উর্দ্দু বাইবেলে আছে, "دس هزار قدوسیون کے ساتھ آیا" ইহা ঠিক ইংরাজী বাইবেল অনুযায়ী। খৃষ্টান মিশনের রহস্যভেদ আশ্চর্য্য। মসিহ মাউদ (আঃ) দজ্জাল বিনাশ করিতেই আসিয়াছেন—অনুবাদক

অনুরোধ করিলেন। রসুল করীম (সাঃ) কিরূপে তাঁহার প্রতি 'অহি' অবতীর্ণ হয় খুলিয়া বলিবার পর ওরকা-বিন্-নোফেল বলিলেন, "হায়, যদি তখন আমি যুবা থাকিতাম اذ يخرجك قومك যখন তোমার স্বজাতি তোমাকে মক্কা হইতে বহিষ্কৃত করিবে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ সমূহের এই ভবিষ্যাণী তখন তাঁহার মনঃপটে বিরাজ করিতে ছিল যে, আরবে একজন মহানবী আবিভূত হইবেন তাঁহাকে তাঁহার প্রতিবেশীরা মাতৃভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য করিবে।

রসুল করীম (সাঃ) এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন। কারণ, তখন পর্য্যন্ত তিনি কোন দাবী করেন নাই। সমগ্র আরব তাঁহাকে সাধু পুরুষ বলিয়া জানে এবং তাঁহাকে সম্মান করে। এই বিস্ময়াপন্নাবস্থায়, তিনি ওরকা-বিন্-নোফেলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, او مخرجي هم—"আমার জাতি আমাকে গৃহ-ত্যাগী করিবে।" তিনি বলিলেন, "হাঁ, অবশ্যই বহিষ্কৃত করিবে।"

এই ভবিষ্যদ্বাণীটি এমন যে, ইহা বহুবার ঐশীগ্রন্থ সমূহে ব্যক্ত হইয়াছিল এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পূর্ব্ব হইতেই ইহা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন। ওরকা-বিন-নোফেল আলাপ প্রসঙ্গে হজরত মুসার (আঃ) নামও গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, "এই সেই 'নামুস', যিনি মুসার নিকট 'অহি' সহ আসিয়াছিল।"

বস্তুতঃ, পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ সমূহে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে এই ভবিষদ্বাণী ব্যক্ত হইয়াছিল যে, আরবে একজন মহানবী আবির্ভূত হইবেন। তিনি মুসার (আঃ) অনুরূপ হইবেন। তাঁহার স্বজাতি তাঁহাকে স্বগৃহ হইতে বিতাড়িত করিবে। তিনি অন্যত্র কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। সেখানে বল-সঞ্চয় পূর্ব্বক মক্কা জয় করিবেন। কোরান করীমেও لرادك الى معاد এবং انت حل بهذا البلد প্রভৃতি আয়েতে সংক্ষেপে এবং অন্যান্য বহু স্থানে বিস্তৃতভাবে এই ভবিষদ্বাণী বর্ণিত হইয়াছিল, এবং রসুল করীম (সাঃ) তখনো মক্কাতেই অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার কল্পনায়ও আসিত না যে, মক্কাবাসিগণ কোন সময় তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে।

যাহাহউক, আল্লাহ-তা'লা এই সংবাদ দিয়াছিলেন যে, কুফ্‌ফার প্রথমতঃ তাঁহাকে মক্কা হইতে বহিষ্কৃত করিবে। অতঃপর খোদা তাঁহাকে বিজয়ী বেশে মক্কায় আনয়ন করিবেন। ইহা ছিল ভবিষদ্বাণী, যাহা পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। **এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া মক্কাবাসীদের জন্য ভীষণ আজাবের কারণ ছিল।**

কারণ, মক্কাবাসীরা তাহাদের নিজেকে আরবের শাসক ও প্রভু মনে করিত। মক্কা প্রধান নগরী বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করিত। কিন্তু তাহাদের প্রতি 'আজাব' অবতীর্ণ হওয়ার এবং মক্কা বিজিত হওয়ার পর মদিনা 'দারুল-খোলাফা' বা প্রধান নগরীতে পরিণত হয়।

অন্য কথায়, মক্কার প্রধান 'দারুল খোলাফা' সম্বলিত সম্মান চির তরে লোপ পাইল। অবশ্য; **হজ সংক্রান্ত 'বরকত' ও আশীষ** রহিল এবং 'কিয়ামত' পর্য্যন্ত থাকিবে। কিন্তু ইসলামের কেন্দ্র স্থান ও পার্থিব সংগঠনের কেন্দ্র হওয়ার সম্মান মক্কা আর ফিরাইয়া পায় নাই। রসুল করীম (সাঃ) আবার মক্কায় বসবাসের জন্য আগমন করেন নাই এবং সাহাবাগণও আসেন নাই। বরং তাঁহারা মদিনাকেই 'দারুল-খোলাফা' বা প্রধান নগরী মনোনীত করেন। অতঃপর, মোসলমান মদিনা হইতে দামেস্কে এবং দামেস্ক হইতে বাগদাদে 'দারুল-খোলাফা' স্থাপন করেন। তারপর বাগদাদ হইতে বাহির হইয়া মিসরে প্রধান নগরী স্থাপন করেন এবং মিসর হইতে স্তাম্বুলে প্রধান নগরী স্থানান্তরিত হয়। ইসলামের শান্তি কেন্দ্র মক্কায় আর ফিরিয়া আসে নাই।

সুতরাং, এই জাতির শাসন শক্তির বিনাশ, ইহাদের নেতাদের প্রাণ সংহার, তাহাদের সকল সম্মান ধুলিস্মাৎ হওয়া এবং তাহাদের সকল গৌরবের ইতি—ইহাই ছিল সেই 'আজাব', যাহা মক্কাবাসীদের প্রতি উপস্থিত হওয়া অনিবার্য্য ছিল। কিন্তু এই আজাব তাহারা মোহাম্মদ রসুল্লাহকে (সাঃ) মক্কা ইইতে বহিষ্কৃত করিবার পরে মাত্র আসিতে পারিত। তদ্ব্যতীত ইহা আসিতে পারিত না, এবং ইহাই ছিল ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য।

সুতরাং, এই 'আজাবই' রসুল করীমের (সাঃ) বিদ্যমান-বস্থায় মক্কাবাসীদের প্রতি উপস্থিত ইইতে পারিত না। সুতরাং, আল্লাহ-তা'লা এই সকল আয়েতে বলেন যে, মক্কাবাসীরা তিনটি ষড়যন্ত্র করিতেছিল। হয়ত তাহারা মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌কে বন্দী করিবে, কিম্বা বধ করিবে কিম্বা তাঁহাকে মক্কা হইতে বহিষ্কৃত করিবে। দুইটি ষড়যন্ত্র আল্লাহ তা'লার উদ্দেশ্য বিরুদ্ধ ছিল। তাহারা তাঁহাকে মক্কা হইতে বহিষ্কৃত করিবার পর আল্লাহ-তা'লা তাহাদের ষড়যন্ত্রের প্রত্যুত্তর করেন। তাহারা মোহাম্মদ রসুলুল্লাহকে (সাঃ) বধ করিতে পারে নাই। তাহাদের চক্ষের সমক্ষে তিনি মক্কা হইতে বাহির হইয়া মদিনায় উপনীত হন।

যদিও রসুল করীম (সাঃ) নিজেই প্রস্থান করেন, কিন্তু ইহার হেতু ছিল কুফ্‌ফারগণের তাঁহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র।

এখন আমরা দেখিব মক্কায় তাঁহার পুনঃ প্রবেশের ভিত্তি পত্তন হয় কখন। **বদর যুদ্ধে** সর্ব্বপ্রথম ইহার ভিত্তি পত্তন হয়। এই যুদ্ধেই রসুল করীমের (সাঃ) উপস্থিতিতে মক্কাবাসিগণের প্রতি সেই আজাব অবতীর্ণ হয়, যাহা তাহাদের সর্ব্ব-শক্তি চুরমার করিয়া ফেলে। কারণ বদর প্রাঙ্গণেই আবু জেহেল এই দোয়া করিয়াছিল, "হে খোদা, ইস্‌লাম তোমার তরফ হইতে হইয়া থাকিলে তুমি আমাদের প্রতি প্রস্তর বর্ষণ কর কিম্বা আমাদিগকে আজাব-গ্রস্ত কর।"

আল্লাহ্-তা'লা এই দোয়ার ফলে সেই 'আজাব' তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ করেন। এইরূপে **অপর আজাবের ভিত্তি পত্তন** হয় যাহা মক্কা বিজয় আকারে তাহা প্রকাশিত হওয়া সুনিশ্চিত নির্দ্ধারিত ছিল। কারণ, এই 'আজাব' সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্বানী ছিল যে, প্রথমতঃ মোহাম্মদ (সাঃ) মক্কা হইতে বহিস্কৃত হইবেন। অতঃপর মদিনা হইতে অভিযান পূর্ব্বক মক্কাবাসীদের অক্ষুন্ন শক্তি সম্পূর্ণরূপে ক্ষুন্ন করিবেন।

বস্তুতঃ রসুল করীমের (সাঃ) এই ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণ হইয়াছে। তিনি দশ সহস্র পুণ্যাত্মা সাধু সহ মক্কা জয় করেন।

এখন দেখ এই 'আজাব' সম্বন্ধে উল্লেখ কেমন সুপ্রাসঙ্গিক এবং এই আয়েত গুলিতে এমন আর কোন কথা থাকে নাই, যাহা বুঝা কাহারো পক্ষে কঠিন।

ভীষণ আজাব

আমি পূর্ব্বে কয়েকবার বলিয়াছি, মক্কাবাসীদের প্রতি যে 'আজাব' অবতীর্ণ হয়, তাহা অত্যন্ত ভীষণ ছিল। মক্কার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এমন প্রবল প্রতাপান্বিত ছিল যে, লোকেরা তাহাদের সম্মুখে কথা বলিতে ভয় করিত। তাহাদের এহসানও জন সমাজের উপরে প্রভুত ছিল। কেহ তাহাদের প্রতি তাকাইতে সাহসী হইত না।

তাঁহাদের এই প্রতাপের অনুসন্ধান পাওয়া যায় একটি ঘটনায়। **হুদেবিয়া সন্ধি** উপলক্ষে যে সর্দ্দারকে মক্কাবাসিগণ রসুল করীমের (সাঃ) নিকট কথাবার্ত্তা চালনার জন্য প্রেরণ করে, সে রসুল করীমের (সাঃ) শ্মশ্রুতে হাত লাগায়। ইহা দেখিয়া এক জন সাহাবী সজোরে তাহার হাতে তরোবারীর পৃষ্টভাগ দ্বারা আঘাত পূর্ব্বক বলেন "তোমার নাপাক হাত রসুল করীমের (সাঃ) পবিত্র দাঁড়ীতে লাগাইতেছ ?"

সে চাহিয়া দেখিল লোকটি কে ? সাহাবাগণ আপদমস্তক বর্ম্ম পরিহিত ছিলেন। সে জন্য তাঁহাদের চক্ষুমাত্র দেখা যাইত। সে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একদৃষ্টে নিরক্ষণ করিয়া বলিল, তুমি অমুক নও ? তিনি বলিলেন "হাঁ।" সে বলিল, "তুমি জান না, অমুক বিপদ কালে আমি তোমাদের পরিবারকে রক্ষা করিয়াছিলাম এবং অমুক ব্যাপারে তোমাদের অমুক উপকার করিয়াছিলাম। তুমি আমার সম্মুখে কথা বল।"

বর্ত্তমানে অকৃতজ্ঞতা এত অধিক হইয়াছে যে, সন্ধ্যার সময় কাহারো কোন উপকার করিলে প্রত্যুষে সে ভুলিয়া যায় এবং বলে যে সে কি তাহার চিরজীবন ক্রীতদাস হইয়া থাকিবে ? আজীবন ক্রীতদাস থাকা ত দূরের কথা এক রাত্রিও 'এহসানের' (উপকারের) 'কদর' সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু আরবদের মধ্যে কৃতজ্ঞতার ভাব অত্যন্ত প্রখর ছিল।

এই সঙ্কট সময়ে সেই সর্দ্দার তাহার এহসান গণনা আরম্ভ করিলে পর সাহাবী লজ্জিত হইয়া সরিয়া পড়িলেন।

ইহাতে সে আবার রসুল করীমের (সাঃ) সহিত কথা বলিতে আরম্ভ করিল এবং বলিল, "আমি আরবদের পিতা। আমি তোমাকে মিনতি করি, তুমি তোমার জাতির সম্মান রাখ। দেখ, এই যে ব্যক্তিরা তোমার চারিদিকে রহিয়াছে, বিপদ উপস্থিত হইলে ইহারা তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিবে। তোমার জাতিই মাত্র তোমার কাজে আসিবে। অতএব, স্বজাতির অবমাননা কর কেন ? আমি আরবের পিতা। তুমি আমার কথা রাখা আমি যেরূপ বলিতেছি 'ওমরা' না করিয়া চলিয়া যাও।"

এই বলিতে বলিতে কথায় জোর দেওয়ার জন্য সে আবার রসুল করীমের (সাঃ) শ্মশ্রুর নিকট হস্ত প্রসারণ করে। তাঁহার শ্মশ্রুতে তাহার হাত লাগা তাহার একান্ত মিনতি জ্ঞাপক ছিল। সে চাহিতেছিল আঁ-হজরত (সাঃ) কোনমতে তাহার কথা রক্ষা করেন।

কিন্তু, ইহাতে অবমাননা জ্ঞাপক দিকও আছে বলিয়া সাহাবা সহ্য করিতে অক্ষম ছিলেন। সে আবার রসুল করীমের (সাঃ) পবিত্র দাঁড়ী স্পর্শ করিবা মাত্র অপর একজন সাহাবী সজোরে তাহার হস্তে দ্বারা আঘাত করিলেন এবং বলিলেন,

"তোমার অপবিত্র হাত রসুল করীমে (সাঃ) পবিত্র দাঁড়ীর দিকে বাড়াইও না।"

সে আবার তাকাইল। গভীরভাবে দেখিতে লাগিল তিনি কে? পরে চিনিতে পারিয়া সে চক্ষু নত করিল এবং বলিল, "আবুবকর, আমি স্বীকার করি তোমার প্রতি আমার কোন 'এহসান' নাই।'

সুতরাং অন্যের প্রতি তাহাদের এহসান এমন প্রবল ছিল যে, হজরত আবু বকর (রাঃ) ব্যতীত যত আনসার ও মোহাজের ছিলেন তাঁহাদের সকলের প্রতি এই এক জন সর্দ্দারের কোন না কোন 'এহসান' ছিল। হজরত আবুবকর (রাঃ) ব্যতীত অন্য কেহ তাহার হস্ত রোধ করিতে সাহস করেন নাই।

এইত ছিল এক যুগ। তখন মক্কাবাসীদের এমন সম্মান ছিল যে, তাহাদের একজন সর্দ্দার রসুল করীমের (সাঃ) মজলিসে যাইয়া তাঁহার সুপবিত্র শশ্রুতে হস্ত-স্পর্শ সহ বলিতেছিল যে, সে 'আরবের পিতা' এবং রসুল করীম (সাঃ) তাহার কথা অস্বীকার করিতেছিলেন না।

কিন্তু পরে আর এক যুগ আসে, রসুল করীম (সাঃ) ও হজরত আবুবকরের (রাঃ) অন্তর্দ্ধানের পর একবার হজরত ওমর (রাঃ) হজ করিবার জন্য মক্কায় আগমন করেন। হজের পরে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য লোকজন সমবেত হইতে থাকে। সাক্ষাৎ প্রয়াসী ব্যক্তিগণের মধ্যে মক্কার সর্দ্দার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের কোন কোন সন্তান ছিল।

হজরত ওমর (রাঃ) তাহাদিগকে সম্মানের সহিত উপবেশন করিতে দেন এবং তাহাদের সহিত আলাপ করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে একজন ক্রীতদাস সাহাবী আসেন। এই সেই ক্রীতদাসদের অন্যতম, যাহাদিগকে এই সকল যুবকের পিতা-পিতামহেরা পাদুকাঘাত করিত, যাহাদিগকে তাহারা রাস্তায় সটান টানাটানি করিত এবং ইসলাম গ্রহণ করিবার দরুন প্রহার করিতে করিতে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিত।

হজরত ওমর (রাঃ) সেই যুবকগণকে বলিলেন, "তিনি রসুল করীমের (সাঃ) একজন সাহাবী।" তাহারা একটু সরিয়া বসিল। সেই সাহাবী একটু অগ্রসর হইয়া হজরত ওমরের (রাঃ) সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে, আরো একজন সাহাবী আসিলেন। হজরত ওমর (রাঃ) আবার বলিলেন, "একটু সরিয়া বস, তাঁহার জন্য যায়গা কর।"

যুবকেরা আবার একটু সরিয়া বসিল। ইতিমধ্যে আবার একজন সাহাবী আগমন করেন। হজরত ওমর (রাঃ) স্থান করিবার জন্য আদেশ করিলেন।

তখন হজের সময় ছিল বলিয়া অন্য কয়েক জন সাহাবী আগমন করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই সকল যুবকদের পিতা-পিতামহের ক্রীতদাস ছিলেন। হজরত ওমর (রাঃ) প্রত্যেক সাহাবীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই যুবকদিগকে বলিতে থাকেন, সরিয়া বস, স্থান কর—ইনি রসুল করীমের (সাঃ) সাহাবী।"

পরিশেষে, যুবকগণ সরিতে সরিতে জুতা রাখিবার স্থানে যাইয়া উপনীত হইল।

এই দেখিয়া তাহারা মজলিস হইতে উঠিয়া বাহিরে যাইয়া বসিল। তাহাদের চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইল। তাহারা একে অপরের প্রতি দৃকপাত করিয়া বলিতে লাগিল, "আমরা কখনো এরূপ লাঞ্ছিত হইব ইহা কি কখনো কল্পনায় আসিত? যাহারা আমাদের পাদুকা বহন করা গৌরব জনক মনে করিত, মজলিসে আসিয়া একে একে আমাদের সম্মুখে বসিতে আরম্ভ করিল। আমরা পিছনের দিকে সরিতে বাধ্য হইলাম। পরিশেষে, আমরা পাদুকার স্থানে যাইয়া পৌছিলাম। যাহারা হীন ছিল, তাহারা এখন সম্ভ্রান্ত। আমরা সম্ভ্রান্ত ছিলাম। আমরা এখন পতিত।'

এই যুবকেরা সকলেই ইমানদার ছিল। রাগ ও উত্তেজনা বশে তাহাদের মুখ হইতে এরূপ কথা বাহির হইয়া পড়িল।

তাহাদের মধ্যে একজন যুবা যাহার ইমান বড়ই মজবুত ছিল, বলিল, 'ভাই, তোমরা যাহা বলিতেছ তাহা সব সত্য। কিন্তু ইহার জন্য দায়ী কে? কে আমাদের পিতা-পিতামহকে বলিয়াছিল যে, তাঁহারা যেন মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌কে (সাঃ) অস্বীকার করে। তাঁহারা মোহম্মদ রসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) ভীষণ বিরুদ্ধতা করে। তাই, আজ আমাদের এই অবস্থা। আমাদিগকে মজলিসে পশ্চাদ্দিকে সরান হইয়াছে। কিন্তু, যাহারা মোহাম্মদ রসুলুল্লাহর (সাঃ) খেদমত করিয়াছিল, যাহারা তাহাদের ধনপ্রাণ তাঁহার জন্য উৎসর্গ করিয়াছিল—তাহাদের অনেকেই নিহত হইয়া থাকিলেও এখন যাহারা জীবিত আছেন তাঁহাদের সম্মান অনিবার্য্য। আমাদের চেয়ে সম্মানিত স্থলে তাঁহাদিগকে বসিবার অধিকার রহিয়াছে।'

তাহারা বলিল, 'ইহাত স্বীকৃত বিষয়। কিন্তু আমাদের অপমান দূর হওয়ার কোন উপায় আছে কি? এমন কোন কোরবানী নাই কি, যাহার ফলে আমাদের গোনাহ মাফ হয়?'

ইহাতে সেই যুবকটিই বলিল, "চল, হজরত ওমরের নিকট যাইয়া তাঁহাকেই প্রতীকারের উপায় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি।'

অতঃপর, তাহারা আবার গৃহাভ্যন্তরে যাইতে চাহিল। মজলিস তখন আর নাই। হজরত ওমর (রাঃ) তাহাদিগকে গৃহে আসিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। তাহারা আসিবার পরে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন পুনঃ আসিবার কারণ কি? তাহারা বলিল, "আজ আমাদের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আপনি বেশ জানেন।"

হজরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, "আমি নাচার। এখন যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই রসুল করীমের (সাঃ) সাহাবী ছিলেন। তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন আমার কর্ত্তব্য ছিল।"

তাহারা বলিল, "আমরা তাহা উত্তমরূপে বুঝি। আমরা জানি আমাদের পিতা পিতামহেরা রসুল করীমকে (সাঃ) অস্বীকার করিয়া মহা লাঞ্ছনা ক্রয় করিয়াছেন। কিন্তু, এখন কি কোন প্রতীকার নাই, যাহার দ্বারা আমাদের কপাল হইতে এই কলঙ্ক দূর হয়।" আমাদের পিতামহের এই ভ্রান্তির কোন প্রতীকার নাই কি?"

হজরত ওমর (রাঃ) যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, তাহারা আরবদের বংশাবলী স্মরণ রাখিতেন। তিনি এই সকল যুবকদের পিতা পিতামহের প্রভাব প্রতিপত্তি কিরূপ ছিল জানিতেন। এমন কি, ইসলামের বিরুদ্ধবাদীতার যুগেও তাঁহারা কোন মোসলমানকে আশ্রয় প্রদান করিলে কেহই সেই মোসলমানকে কোনরূপ কষ্ট প্রদান করিতে পারিত না।

হজরত ওমর (রাঃ) মনঃপটে এক এক করিয়া সমুদয় ঘটনাবলী উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহা স্মরণান্তে তিনি ভাবে গলদগদ হইয়া পড়িলেন। কথা বলা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়িল। ভাব প্রবণ হইয়া তিনি হস্ত উত্তোলন করিয়া উত্তর দিকে সিরিয়া অঞ্চলে খৃষ্টানদের সহিত যে যুদ্ধ চলিতেছিল তৎপ্রতি ইঙ্গিতক্রমে কহিলেন, "এখন ইহার প্রতীকার শুধু সেখানে আছে। **জেহাদে** যোগদান করিয়া প্রাণ দাও। ইহা হইলে লোকেরা আপনাপনি সে সব কথা ভুলিয়া যাইবে।"

তাহারা তখনই সেখান হইতে উঠিয়া উষ্ট্র-পৃষ্ঠে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করিল। এই যুবকগণ সংখ্যায় ৭ জন ছিল। তাহারা উল্লিখিত লাঞ্ছনার প্রতীকারের জন্য জেহাদে যোগদান করিল। ইতিহাসের সাক্ষ্য, তাহারা আর প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। সকলেই যুদ্ধে শহীদ হয়।

এখন দেখ, কোথায় ছিল সেই প্রভাব প্রতিপত্তি ও সম্মান যে, তাহারা মক্কায় দাঁড়াইয়া যখন বলিত যে তাহারা অমুক মোসলমানকে আশ্রয় প্রদান করিতেছে, তখন কোন ব্যক্তি সেই মোসলমানকে কোনরূপ কষ্ট প্রদান করিতে সাহস করিত না। এমন কি একজন সর্দ্দার রসুল করীমের (সাঃ) সুপবিত্র শশ্রু স্পর্শ করিলে হজরত আবুবকর ব্যতীত আর কেহই তাহার কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ নয় বলিয়া প্রমানিত হয় এবং কেহই তাহাকে ক্ষান্ত করিবার জন্য সাহস করে নাই।

কোথায় সেই জামানা, আর কোথায় সেই যুগ যখন সামান্য ক্রীতদাসগণ উপস্থিত হইলে পর সর্দ্দার ও সম্ভ্রান্ত কোরেশের ছেলেদিগকে হজরত ওমর (রাঃ) পিছনে সরিতে আদেশ করেন এবং ক্রমান্বয়ে তাহারা পাদুকা রাখিবার স্থানে উপনীত হয়। অথচ সেই সকল সাহাবাগণের মধ্যে এমন অনেকই ছিল, যাহাদিগকে হজরত আবুবকর তাহাদের প্রভুদিগকে অর্থ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে স্বাধীন করেন। তাহাদের মধ্যে এমন এক জন ছিল যাহার মাতার গুপ্তাঙ্গে কুফ্‌ফারেরা ভল্ল নিক্ষেপ করিয়া বধ করিয়াছিল। এই সকল হীন হেয় বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিদিগকে এক এক জন করিয়া হজরত ওমর (রাঃ) সম্মুখে আসন প্রদান করেন। তাহাদের কেহও হজরত ওমরের (রাঃ) মজলিসে আসিবা মাত্র তিনি সেই যুবকদিগকে বলিতেন, "পিছনে সরিয়া বস।"

ইহাই ছিল সেই 'আজাব' যাহা ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী রসুল করীম (সাঃ) মক্কা হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার পরে মক্কা-বাসীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়। তাহারা মোহাম্মদ রসুলুল্লাহকে (সাঃ) বহিষ্কৃত করিয়া এই বলিয়া আনন্দ করিতেছিল যে, তাহারা বিজয় লাভ করিয়াছে।

খোদা বলেন, 'তোমরা মূঢ়। তোমরা জয় লাভ কর নাই, জয় হইয়াছে আমার রসুলের। এখন সময় উপস্থিত আমার রসুল দশ হাজার পবিত্রাত্মা সাধু সহ মক্কা আক্রমণ পূর্ব্বক চির বিজয় লাভ করিবেন।

ইহাই সেই সংবাদ, যাহা ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم আয়েত দ্বারা প্রদত্ত হয়। মক্কা বিজয় আকারে যে 'আজাব' অবতীর্ণ হওয়ার কথা, তাহা রসুল করীম (সাঃ) তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকিতে কখনো আসিতে পারে না। ইহা আসিবার জন্য প্রথমতঃ তিনি মক্কা হইতে বহিষ্কৃত হওয়া অনিবার্য্য।

বস্তুতঃ তাহারা তাঁহাকে মক্কা হইতে বহিষ্কৃত করে। অতঃপর বদর যুদ্ধ হয়। ইহা মক্কা বিজয়ের প্রথম সোপান তারপর আরো যুদ্ধাদি হয়। তাহা অন্য সোপান। পরিশেষে খোদাতা'লা সেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যাহা কোরান শরীফেও উল্লিখিত হইয়াছিল এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ঐশী-গ্রন্থ সমূহেও বর্ণিত হইয়াছে—মক্কা বিজয় হয়। ইসলামের বিরুদ্ধে চালিত মক্কা-বাসীদের সমগ্র শক্তি বিলুপ্ত হয়। ইহাই সেই 'আজাব', যাহা রসুল করীমের (সাঃ) উপস্থিতিতে মক্কাবাসীদের প্রতি অবতীর্ণ হইতে পারিত না। একথাই ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم আয়েতে হইয়াছে।

আধ্যাত্মিক অর্থ

যাহাহোক, এই 'আজাব' সাময়িক ছিল। কোরান করীম সর্ব্বকালের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে। এই নিমিত্ত এই আয়েতের একটি 'আধ্যাত্মিক অর্থও আছে। সেই অর্থ অনুসারে মোমেন সকল সময়েই উপকৃত হইতে পারে।

রসুল করীমের (সাঃ) আদর্শ গঠিত **দুই প্রকার মোমেন** আছেন। এক প্রকার মোমেন তাঁহারা যাঁহারা তাঁহার পুণ্যময় আদর্শের পূর্ণ অনুসরণ করেন। তাঁহারা ইসলামের যাবতীয় আদেশ নিষেধ, বিধি-বিধান, পালন করেন এবং প্রত্যেক বিষয়েই রসুল করীমের (সাঃ) 'এব্‌তেদা', অনুসরণ ও অনুগমন করেন।

কিন্তু, অপর এক সম্প্রদায় আছেন। তাঁহারা রসুল করীমের (সাঃ) পূর্ণ আদর্শ নহেন। তাঁহারা ভ্রম প্রমাদে নিপতিত হইয়া থাকেন। কিন্তু, তৎক্ষণাৎ 'এস্তেগ্‌ফার' করতঃ স্বীয় অবস্থা পরিবর্ত্তন করেন এবং চিত্ত সংস্কারে ব্যাপৃত হন।

মোমেনদের এই দুইটি প্রকার। এই উভয় প্রকার মোমেন সম্বন্ধে উল্লেখ পূর্ব্বক এই আয়েতে বলা হইয়াছে যে, **'আজাব' হইতে রক্ষা লাভের দুইটি উপায়ই মাত্র আছে।**

প্রথমতঃ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم—অর্থাৎ, যে জাতিতে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু-আলায়-হেস্-সালাম) অবস্থান করেন, সে জাতি 'আজাব-গ্রস্ত' হইতে পারে না। অর্থাৎ, যাহাদের অন্তরে মোহাম্মদ (সাঃ) প্রবেশ লাভ করেন, যাহারা তাকওয়ার—(প্রকৃত ধর্ম্মশীলতার সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম পন্থা সমূহ অবলম্বন করেন এবং রসুল করীমের (সাঃ) পবিত্র আদর্শ অনুযায়ী চলিবার নিমিত্ত সম্যকরূপে যত্নবান হন—তাঁহাদের প্রতি কদাচ 'আজাব' আসিতে পারে না। অন্য কথায়, 'কামেল' বা পূর্ণ তাক্‌ওয়া (ধর্ম্মশীলতা) আল্লাতা'লার 'আজাব' হইতে রক্ষা করে।

কিন্তু, যদি কামেল, পূর্ণ 'তাক্‌ওয়া' না হয়, এবং মানুষ ভ্রম প্রমাদে নিপতিত হয়, তবু ভ্রমাদি হইতে আত্মরক্ষার জন্য যত্নবান হইলে 'এস্তেগফার' করিতে থাকিলে এবং ত্রুটী নিরাকরণের জন্য সতত যত্নশীল হইলে তদবস্থায়ও 'আজাব' অবতীর্ণ হইতে পারে না।

সুতরাং, 'আজাব' হইতে রক্ষা লাভের জন্য **দুইটি উপায়ই** মাত্র আছে। হয়ত মানুষ মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ) পদাঙ্কানুসরণ করিতে হইবে এবং এমনভাবে জীবন যাপন করিবেন যেন মোহম্মদ রসুল্লাহ্‌ (সাঃ) হৃদয়ের অভ্যন্তরে মেহমান স্বরূপ বিদ্যমান এবং মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) প্রেম ধমনিতে ধমনিতে প্রবাহিত হইতে থাকে।

মসিহ মাউদ (আঃ) রসুল করীমের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক নহে, বরং খোদার নামোচ্চারণ পূর্ব্বক বলিয়াছেন :—

سرے لیکر پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں
اے میرے بد خواہ کرنا جوش کرکے مجھ پہ وار

—অর্থাৎ "সেই পরম বন্ধু আমার আপদমস্তক মধ্যে বিরাজমান। তোমরা আমার প্রতি আক্রমণ করিলে আমার প্রতি নয়, খোদার প্রতিই আক্রমণ পরিচালনা করিবে।'

ঠিক এইরূপ, আল্লাহতা'লা এই আয়েতে বলেন, 'যে ব্যক্তির অভ্যন্তরে মোহাম্মদ রসুলুল্লাহর (সাঃ) প্রবেশ করেন, আমার 'আজাব' তাহার প্রতি অবতীর্ণ হইতে পারে না। সুতরাং, যদি তোমরা আমার 'আজাব' হইতে রক্ষা লাভ করিতে চাও, তবে তোমরা মোহাম্মদ রসুলুল্লাহর (সাঃ) আদেশাবলী এরূপ ভাবে প্রতিপালন কর, যেন তাঁহার প্রেম তোমাদের ধমনিতে ধমনিতে প্রবাহিত হইয়াছে এবং মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু-আলায়হে-ও সাল্লাম) তোমাদের অন্তরে গৃহ স্থাপন করেন। এমন কি, তোমাদের প্রতি আক্রমণ মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) প্রতি আক্রমণ হইয়া পড়ে।

যদি তোমরা এই অবস্থা আনয়ন কর, তবে তোমাদের প্রতি কখনো 'আজাব' অবতীর্ণ হইতে পারে না।

যদি তোমাদের অবস্থা এরূপ নয়, কিন্তু তোমাদের এই আকাঙ্ক্ষা অবশ্য ইহাই যে, তোমরা মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) পূর্ণাকার প্রতিবিম্ব 'কামেল জেল্‌' হইয়া পড়, কিন্তু তোমরা কোন ভ্রম করিয়া ফেল এবং তোমরা অজ্ঞাতসারে "আস্তাগ ফেরুল্লাহ, আস্তাগ্‌ফেরুল্লাহ" কহিতে থাকে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে আর ভ্রম না ঘটে তজ্জন্য যত্নবান হও, তবে এমতাবস্থায়ও তোমাদের প্রতি 'আজাব' অবতীর্ণ হইতে পারে না। কারণ, এমত অবস্থায় তোমরা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু- আলায়হে-ও-আলীহী-ও-সাল্লামের দিকে যাইতেছে। যে ব্যক্তি মোহাম্মদ রসুলুল্লাহর (সাঃ) নিকট ধাবমান হয়, খোদা বলেন, তাঁহার সুন্নত এই যে, তিনি তাহার প্রতিও 'আজাব' অবতীর্ণ করেন না।

ইহাই সেই অর্থ, যাহার সম্বন্ধে কোনরূপে কেহ কোন আপত্তি উত্থাপন করিতে পারে না। নতুবা যে অর্থ সাধারণতঃ করা হয়, তাহাতে এই আপত্তি জন্মে যে, সেই অর্থ বাস্তবতার দিক দিয়া ঠিক নয়। কারণ, কোন কোন প্রকার 'আজাব' রসুল করীমের (সাঃ) উপস্থিতিতে মক্কাবাসীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়। অন্য যে অর্থ করা হয়, তাহা সত্য হইলেও তাহা এই আয়েত সম্বন্ধে এজন্য প্রযোজ্য নয় যে, তেমন 'আজাব' রসুল করীমের (সাঃ) উপস্থিতিতে কেন অনুপস্থিতিতেও মক্কায় আসিতে পারে না।

'আহ্‌মদীয়া' কেলেণ্ডার

বিগত 'আহ্‌মদী' সংখ্যায় আমাদের পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য 'হিজ্‌রী-শাম্‌সি' সনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। এস্থলে এই নূতন সন অনুযায়ী ১২ মাসের নাম উল্লেখ করিতেছি।

১৩১৯ হিজরী-শাম্‌সি সন মোতাবেক ১৯৪০ ইংরেজী সন

প্রথম	মাস—"মাহে"	"সোলাহ্‌"	মোতাবেক	জানুয়ারী	মাস ;
দ্বিতীয়	,,— ,,	"তবলীগ"	,,	ফেব্রুয়ারী	,, ;
তৃতীয়	,,— ,,	"আমান"	,,	মার্চ্চ	,, ;
চতুর্থ	,,— ,,	"শাহাদত"	,,	এপ্রিল	,, ;
পঞ্চম	,,— ,,	"হিজরত"	,,	মে	,, ;
ষষ্ঠ	,,— ,,	"এহ্‌সান"	,,	জুন	,, ;
সপ্তম	,,— ,,	"ওফা"	,,	জুলাই	,, ;
অষ্টম	,,— ,,	"যহুর"	,,	আগষ্ট	,, ;
নবম	,,— ,,	"তবুক্‌"	,,	সেপ্টেম্বর	,, ;
দশম	,,— ,,	"এখা"	,,	অক্টোবর	,, ;
একাদশ	,,— ,,	"নবুয়ত"	,,	নবেম্বর	,, ;
দ্বাদশ	,,— ,,	"ফত্‌হে"	,,	ডিসেম্বর	,, ;

এই সংখ্যা হইতে আমাদের সহৃদয় পাঠক পাঠিকা "হিজরী-শাম্‌সি" সনের মাসগুলি জানিতে পারিবেন। আগামী সংখ্যায় খোদাতা'লার ফজলে এই সমস্ত মাসের সহিত হজরত রসুল করীমের (সাঃ) পবিত্র জীবনের যে যে ঘটনার সহিত সংযোগ তাহা উল্লেখ করিব। এখানে বলা বাহুল্য হইবে না যে হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) জীবনে কোন মাসই এমন অতিবাহিত হয় নাই যে মাসে অসংখ্য ঘটনা না ঘটিয়াছে। তবে এই সনের মাস নির্ণয় করিতে কেবল বিশেষ বিশেষ ঘটনার প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া

(১)

কাদিয়ান 'খোদ্দামুল আহমদীয়ার' পক্ষ হইতে অনুসন্ধান করা হইয়াছে যে স্থানীয় বিভিন্ন আহ্‌মদী আঞ্জোমনের কর্ম্ম-কর্ত্তাগণ তাহাদের নিজ নিজ স্থানে 'খোদ্দামুল-আহমদীয়া' ও 'মজলিসে আত্‌ফাল' স্থাপন করিয়াছেন কি না এবং যদি ইতিপূর্ব্বে এই মহৎ কার্য্যে শৈথিল্য করা হইয়া থাকে তবে এখন এইরূপ শৈথিল্য পরিহার করিয়া 'খোদ্দামুল-আহ্‌মদীয়া' ও 'মজলিসে আত্‌ফাল' স্থাপন করিতে কি চেষ্টা করা হইয়াছে।

এতদ্‌ বিষয়ে বঙ্গদেশের সকল স্থানীয় আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার মনযোগ আকর্ষণ করিয়া অনুরোধ করি, তাহারা অতি সত্বর উক্ত বিষয়ে নিজ নিজ কার্য্যের রিপোর্ট পাঠাইয়া দেন যেন অনতি বিলম্বে আমরা তাহা কাদিয়ান পাঠাইতে পারি।

(২)

এখানে আর একটি বিষয় লিখিতেছি যে খোদ্দামুল-আহ্‌মদীয়ার কর্ম্ম-কর্ত্তাগণ স্থানীয় কার্য্য সম্বন্ধে আহ্‌মদীর দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত ফারম অনুযায়ী রিপোর্ট করিবেন। আবশ্যকীয় ফারম আমাদের আফিস হইতে পাওয়া যাইবে।

জেনারেল সেক্রেটারী
বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ।

জগৎ আমাদের

হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌র (আইঃ) নিকট পাঞ্জাবের গবর্ণর বাহাদুরের কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপক পত্র

পাঞ্জাবের গবর্ণর বাহাদুর গুরুদাসপুরে আগমন উপলক্ষে তত্রত্য জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মং ১৭,০০০৲ টাকা সমর সাহায্যার্থে উপস্থিত করেন। তন্মধ্যে বৃহত্তম সংখ্যক অর্থ ছিল হজরত আমীরুল্‌-মোমেনীনের তরফ হইতে। হুজুর ৫০০৲ টাকা নিজ পক্ষ হইতে এবং ১০০০৲ টাকা জমাতে আহমদীয়ার পক্ষ হইতে প্রদান করেন। এসম্বন্ধে পাঞ্জাবের গবর্ণর বাহাদুরের তরফ হইতে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক যে পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

হজরত মির্জা বশিরউদ্দীন মাহমূদ আহমদ, ইমাম জমাতে আহমদীয়া কাদিয়ান বরাবরেষু ঃ—

প্রিয় মির্জা সাহেব,

ইদানিং আমি গুরুদাসপুর যাওয়া উপলক্ষে আপনি যুদ্ধ তহবিলে সাহায্যার্থ আপনার পক্ষ হইতে এবং আপনার জমাতের পক্ষ হইতে যে অর্থ প্রদান করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমি এই পত্র লিখিতেছি। আপনি এই সাহায্যের দরুণ জমাতকে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবেন।

(দস্তখত) এইচ্‌, ডি, ক্রীক্‌
(গবর্ণর, পাঞ্জাব)

জাভা দ্বীপে আহমদীয়ত

মৌলবী আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব মৌলবী ফাজেল ২২শে জানুয়ারীর রিপোর্টে লিখিতেছেন ঃ—

"গারত নামক স্থানের ১২ মাইল দূরে স্মারঙ্গ নামক স্থানে আল্লাহ্‌তা'লার ফজলে নূতন এক জমাত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গয়ের আহমদিগণ ভীষণ 'মোখালেফাত' আরম্ভ করিয়াছে। স্থানীয় মসজিদে আহমদীদিগকে নামাজ পড়িতে দেওয়া হয় না, অথচ মসজিদ নির্ম্মাণে আমাদের বন্ধুগণেরও চাঁদা ছিল।

এই বিরুদ্ধবাদিতার ফলে আহমদিগণ নিজেদের স্বতন্ত্র মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন—আল্‌-হাম্‌দুলিল্লাহ। দৈনন্দিন পাঁচ বেলার নামাজ' ব্যতীত জুমার নামাজও ইহাতে পড়া হয়। এতদঞ্চলে জুমার নামাজ পড়িবার অনুমতি কষ্টে পাওয়া যায়; কারণ, ডাচ্‌ গবর্ণমেণ্ট এক ডিপার্টমেণ্ট খুলিয়াছেন। ইহার নাম Raad-A-gama (রাড-আ-গামা)। এই বিভাগের অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত কোন সম্প্রদায়ই পৃথকভাবে জুমা পড়িতে পারে না। আইনে অবশ্য অনুমতি গ্রহণের কোন উল্লেখ নাই—শুধু সংবাদ দেওয়াই বিধি। কিন্তু এই বিভাগে যে সকল ওলামা কাজ করেন, তাহারা আমাদের কঠোর বিরোধী। তাহারা নানা প্রকার বাধা প্রদান করেন।

প্রথমতঃ 'রাড-আ-গামা' অফিসে সংবাদ দেওয়ার পর জিলা হাকিম আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন যে, তিনি অনুমতি ত দিতেছেন, কিন্তু কোন দাঙ্গা হাঙ্গামা হইলে জিম্মাওয়ার কে হইবে? আমি বলিলাম, আহমদী পক্ষের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করিতেছি। আমাদের দ্বারা কোন ফসাদ হইবে না। এই প্রসঙ্গে তাঁহার সহিত দীর্ঘকালব্যাপী আলোচনা হয়। পরিশেষে, তিনি বলিলেন, উপস্থিত জুমা পড়িবেন না, আগামী জুমা পড়িবেন। আমি লোকদিগকে বুঝাইব, যেন তাহারা আহমদীদিগকে কিছু না বলে। সে দিন বৃহস্পতিবার ছিল।

আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'জুমা পড়া 'ফরজ', অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ আরো অনেক কথার পর তিনি অনুমতি প্রদান করেন। এখন আল্লাহ্‌-তা'লার ফজলে স্মারঙ্গে আহ্‌মদীয়ত ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। বিরুদ্ধবাদী ওলামাদের পক্ষ হইতে ঘোর শত্রুতা সত্ত্বেও লোকেরা আমাদের কথা মনোযোগপূর্ব্বক শুনে। প্রত্যেক শুক্রবার খোৎবা পড়িবার জন্য 'গারত' হইতে খতিব পাঠান হয়।"

১৩১৯ হিজরী শমসি সালের মাহে সোলেহ্‌র মাসিক রিপোর্ট

বিগত মাসে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার মেম্বরগণ নিম্নলিখিত কার্য্য করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদের সহায় হউন—আমীন!

১। ৩৯ জনকে তবলীগ করা হইয়াছে।

২। ১৭ খানা তবলীগী এস্তেহার বিতরণ করা হইয়াছে।

৩। ৭ জন বিধবার তত্ত্বাবধান লওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে ১ জন হিন্দু।

৪। ১ জন রোগীর তত্ত্বাবধান লওয়া হইয়াছে।

৫। নাটাই ও ঘাটুরার অন্তর্গত দুইটি ছোট রাস্তার জঙ্গল পরিষ্কার করা হইয়াছে।

৬। ঘাটুরায় নয় জনকে নমাজ পড়ার জন্য জাগ্রত করা হইয়াছে।

৭। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় একটি ঘাটলা পরিষ্কার করা হইয়াছে।

৮। ঘাটুরা মস্‌জিদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হইয়াছে।

৯। নৌকা দ্বারা ২জন পথিককে পার করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

১০। একজন গরিবকে কাপড় সেলাই করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

১১। উর্দ্দু ভাষায় প্রাথমিক পুস্তক ও ছেলেছেলায় আহ্‌মদীয়া নামক কেতাব পড়ান হইয়াছে।

বিগত ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৪০ ইং তারিখের 'আহ্‌মদীতে' প্রকাশিত খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার রিপোর্টে ভুলক্রমে "বেহাইর" বোর্ড স্কুলের পরিবর্ত্তে "নাটাইর" বোর্ড স্কুল ছাপা হইয়াছে। আশাকরি গ্রাহক গ্রাহিকা ইহা সংশোধন করিয়া লইবেন।

তাহরিকে জদীদ

(১) আমাদের মাননীয় খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব "তাহ্‌রীকে জদীদের" প্রথম বর্ষে—মং ১০০৲, দ্বিতীয় বর্ষে—১৫০৲, তৃতীয় বর্ষে—২৫০৲, চতুর্থ বর্ষে—১২০৲, পঞ্চম বর্ষে—১২১৲ টাকা আদায় করিয়াছেন। এখন তিনি "তাহ্‌রিক জদীদের" চতুর্থ বৎসর বাবদ অতিরিক্ত ১৩১৲ এবং পঞ্চম বর্ষের জন্য ১৩১৲ টাকা আদায় করিতে অঙ্গিকার করিতেছেন।

এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান ষষ্ঠ বৎসরের জন্য ২৫৩৲ টাকা এবং সপ্তম বৎসরের জন্যও তিনি ২৫৫৲ টাকা চাঁদা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই সমস্ত প্রতিশ্রুতি তাঁহার মাসিক অসিয়তের চাঁদা ব্যতীত। অসিয়তের চাঁদাও তিনি খোদাতা'লার ফজলে রীতিমত আদায় করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার এইরূপ কোরবাণী আমাদের সকলের জন্যই অনুকরণীয়। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে সবিশেষ পুরস্কৃত করুণ—আমীন।

২। মৌলবী সৈয়দ ইব্রাহীম আলী সাহেব, সবরেজেষ্ট্রার, ষষ্ঠ বৎসরের জন্য—মং ১৮৲ টাকা চাঁদা আদায় করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে ইহা আদায় করিতে সত্বর তৌফিক দিন এবং তাঁহার উপর আশীষ বর্ষণ করুন—আমীন।

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্‌র (আইঃ) দিল্লীতে আগমন

চলিত "তবলীগ" মাসের ৫ই তারিখ মোতাবেক ৫ই ফেব্রুয়ারী হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌ (আইঃ) করাচী হইতে দিল্লী আগমন করেন এবং দুই দিবস অবস্থানের পর পুনরায় করাচী ফিরিয়া গিয়াছেন। দিল্লী হইতে রওয়ানা হইবার উপলক্ষে অনারেবল সার মোহাম্মদ জফরুল্লা খাঁন; ডাঃ, এস্‌, এ, লতিফ; মিঃ, চৌধুরী বশীর আহ্‌মদ, সব-জজ; মিঃ, শেখ এজাজ আহ্‌মদ সব-জজ; মিঃ, হাফেজ আবদুল-সালাম, আমীর, জমাতে আহ্‌মদীয়া, শিমলা; মিঃ, নজির আহ্‌মদ আমীর, জমাত আহ্‌মদীয়া, দিল্লী এবং আরো বহু সংখ্যক লোক ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। গাড়ী ষ্টেশন হইতে রওয়ানা হইলে সকলেই "হজরত আমীরুল-মোমেনীন জিন্দা বাদ" "হজরত ফজলে উমর জিন্দা বাদ," এবং "আল্লাহু-আকবর" উচ্চ ধ্বনি সহ তাঁহাকে বিদায় দেন।

তবলীগ দিবস

সমস্ত আহ্‌মদী বন্ধুগণের অবগতির জন্য ঘোষণা করা যাইতেছে যে এবার হিন্দু, খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি অ-মোসলমানগণের মধ্যে তবলীগ করিবার জন্য হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহর (আইঃ) অনুমতিক্রমে সদর আঞ্জোমনের তবলীগ বিভাগের নাজের সাহেবের পক্ষ হইতে **আগামী ৩রা মার্চ্চ, রবিবার** ধার্য্য হইয়াছে। উক্ত দিবসে আহ্‌মদী ভ্রাতা ভগিনীগণ নিজ নিজ স্থানে সভা সমিতি, ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ বা পুস্তক ও হেণ্ডবিল বিতরণ করিয়া অ-মোসলমানদের মধ্যে তবলীগ করিতে প্রস্তুত হইবেন এবং এই কার্য্য সম্পাদনে আল্লাহ্‌তা'লার আশীষ লাভ করিয়া ধন্য হইবেন। এইরূপ তবলীগের সাহায্যার্থ নিম্নলিখিত পুস্তকাদি বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়া হইতে পাইতে পারেন।

(ক)	মহানবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা, (সাঃ)...	...	৫০ কপি	১৲ টাকা
(খ)	হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) জীবনী ও শিক্ষা (ইংরেজীতে সংক্ষিপ্ত আকারে ক্ষুদ্র পুস্তিকা)	...	১০০ ,,	১৷৷০ আনা
(গ)	আস্‌মানী আওয়াজ ...	...	১০০ ,,	১৷৷০ ,,
(ঘ)	যুগাবতার ...	...	১০০ ,,	১৷৷০ ,,
(ঙ)	Vindication of the Holy Prophet	...	প্রতি ,,	৵০ ,,
(চ)	The Message from Heaven	...	,, ,,	/০ ,,
(ছ)	ধর্ম্ম সমন্বয় ...	...	,, ,,	।০ ,,
(জ)	চশমায়ে মসিহ্‌ ...	...	,, ,,	।০ ,,
(ঝ)	প্রীতি সম্ভাষণ ...	...	,, ,,	/০ ,,
(ঞ)	অস্পৃশ্য জাতি ও ইস্‌লাম ...	...	,, ,,	৲৯ পাই

ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

যাহারা পুস্তকাদির সম্পূর্ণ মূল্য অগ্রিম পাঠাইয়া দিবেন তাহাদিগকে **ডাকমাশুল** দিতে হইবে না। অতি সত্বর ম্যানেজার, পুস্তক বিভাগ, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়া, ১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা—এই ঠিকানায় আবেদন করুন।

জেনারেল সেক্রেটারী
বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ।